॥ ৫৩ ॥

বাংলা শব্দভাণ্ডার
(Bengali Vocabulary)

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ আবার তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে

এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। আজকের উন্নত বাংলা ভাষাও এই ত্রিবিধ উপায়ে নিজের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে আমরা প্রথমত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(১) মৌলিক বা নিজস্ব (২) আগন্তুক বা কৃতঋণ (৩) নবগঠিত।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেইগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে। বৈয়াকরণরা আবার আর এক শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন—যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে অংশগুলির কোনো অর্থ হয় না, সেইসব শব্দকে তাঁরা মৌলিক শব্দ বলেছেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে উত্তরাধিকার-লব্ধ নিজস্ব বলতে পারি। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—(ক) তৎসম, (খ) অর্ধতৎসম ও (গ) তদ্ভব।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **তৎসম (Tatsama)** শব্দ বলে। 'তৎ' বলতে এখানে মূল উৎস-স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। 'তৎসম' মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় বহু-প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা কম নয়। যেমন—জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**সিদ্ধ তৎসম** ও **অসিদ্ধ তৎসম**। যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ সেগুলি হল সিদ্ধ তৎসম। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন—কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল (বৃক্ষশাখা) ইত্যাদি।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলিকে **অর্ধতৎসম (Semi-tatsama)** বা **ভগ্নতৎসম** শব্দ বলে। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > **নেমন্তন্ন**, ক্ষুধা > **খিদে**, রাত্রি > **রাত্তির** ইত্যাদি।

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। খাঁটি বাংলার মূল শব্দসম্পদ হল এইসব তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ— সংস্কৃত ইন্দ্রাগার>প্রাকৃত ইন্দাআর>বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ> প্রাকৃত এগ্গারহ>বাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধ্যায়>প্রাকৃত উবজ্ঝাঅ> বাংলা ওঝা, সংস্কৃত কৃষ্ণ>প্রাকৃত কণ্হ>বাংলা কানু সংস্কৃত ধর্ম>প্রাকৃত ধম্ম>বাংলা ধাম ইত্যাদি।

কখনো-কখনো দেখা যায় একই মূল শব্দ থেকে জাত অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন—কৃষ্ণ>অর্ধতৎসম কেষ্ট, তদ্ভব কানু; রাত্রি>অর্ধতৎসম রাত্তির, তদ্ভব রাত ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব। যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলতে পারি। যেমন—ইন্দ্রাগার> ইন্দাআর>ইন্দারা, উপাধ্যায়>উবজ্ঝাঅ>ওঝা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan word) হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে: গ্রীক দ্রাখ্‌মে (drakhme='মুদ্রা')>সংস্কৃত দ্রম্য>প্রাকৃত দম্ম>বাংলা দাম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে: দ্রাবিড় বংশের তামিল পিল্লৈ>সংস্কৃত পিল্লিক>প্রাকৃত *পিল্লিঅ>বাংলা পিলে (ছেলে-পিলে), তামিল কাল্>সংস্কৃত খল্প>প্রাকৃত খল্ল>বাংলা খাল। অস্ট্রিক বংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক>প্রাকৃত ঢক্ক>বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল বংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক>প্রাকৃত তরুক্ক>বাংলা তুরুক।

যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ (Loan words) বলতে পারি। এগুলি অন্যভাষা থেকে সংস্কৃত প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ; কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ থেকে এগুলি পৃথক্। এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ দুই শ্রেণীর—দেশী ও বিদেশী।

যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেগুলিকে দেশী (Deshi) শব্দ বলে। দেশী শব্দ আবার দু'রকম হতে পারে—অন্-আর্য এবং আর্য। যেমন—অন্-আর্য:—অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি। আর্য:—হিন্দী থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ, মস্তান, যেবাও, ভাঁঠা (এগুলির মধ্যে যেগুলি মূলত আরবী-ফারসী শব্দ, সেগুলি আরবী-ফারসী থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দীর মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলে সেগুলিকেও দেশী শব্দ রূপে গ্রহণ করতে হবে)। গুজরাতি থেকে—হরতাল।

যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। যেমন—

ইংরেজী থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোর্ট, লাট (<Lord), সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কমিটি ইত্যাদি।

যেসব ভাষা থেকে বাংলায় বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংরেজীর শব্দসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। ইংরেজী আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কীরকম মিশে গেছে তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি সমালোচক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী:

"যদি কেউ বলেন, আমরা সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুক্ষণ ইংরেজির দ্বারা শাসিত, তবে তিনি খুব ভুল বলবেন না। আমরা টুথব্রাশ, টুথপেইস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, ব্লেড দিয়ে শেইভ করি, হকার পেপার দিয়ে গেলে বক্সনম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাই। ম্যানেজার, রিসেপ্‌শনিস্ট, ক্যানভাসার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেইল্‌সম্যান, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার, পোর্ট কমিশন, জুনিয়র বা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এক্জিকিউটিভ নানা পদ, নানা প্রতিষ্ঠান, এবং বি-এসসি, বি-ই, বি-কম নানারকমের যোগ্যতার ফিরিস্তি। টেলিফোন রিং করলে তুলে দেখি রং নাম্বার: নিজের প্রয়োজনে ডায়ালটোনই পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও কনেকশনের জন্য অনেকটা দৈববাণীর মতো ওয়ান-নাইন-নাইন নামক অপারেটরের শরণাপন্ন হই। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে ডটপেন দিয়ে ঠিকানা লিখতে লিখতে মনে পড়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই থেকে শেষ ব্যালান্সটা টুকে নিতে হবে। অফিসে বেরোবার আগে মানিব্যাগ (টাকার থলি অবশ্যই নয়), রেশন কার্ড, ব্রেড কুপন, চেক বই, ড্রাইভিং লাইসেন্স সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিই। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে সাবধানে ড্রাইভ করি, কারণ অ্যাকসিডেন্টের ঝুঁকি সর্বত্র; রীতিমত সিগন্যাল দিই, হর্ন দিই, ব্রেক কষি,

উত্তেজিত হয়ে অ্যাকসিলারেটর চাপি না. ওভারব্রীজে কখনো ওভারটেইক করি না, জেব্রা ক্রসিংয়ে সংযত থাকি, স্পীডলিমিট রক্ষা করি ; কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম সর্বত্র। অফিসে লেইট করতে চাই না। লাঞ্চের আগেই ফাইল ধরি, -স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দিই, সিংগল না ডাবল স্পেইসে টাইপ হবে তাও বলে দিই। ক্যাজুয়াল লীভ, মেডিক্যাল লীভের দরখাস্তগুলি রেকমেণ্ড করে যথাস্থানে পাঠাই। অফিসে নানা গুজব পে-কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে—ডি-এ, টি-এ, গ্রাটুইটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ধারা নিয়েই সমালোচনা। বন্ধু নার্সিং হোমে রয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার ; ক্যাপসুল, ইন্‌জেকসন, ব্লাডপ্রেসার, অপারেশন প্রভৃতির কথাই সেখানে শুনতে হবে। যদি না যাওয়া হয় এবং সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে পারি তবে নাইট শোতে সপরিবারে সিনেমায় যাই—মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, এলিট যেখানেই হোক টিকেট মিলে যায়। খেলাধূলায় আগ্রহ জেগে উঠলে হয় ক্লাবে গিয়ে ব্রীজ, পেশেন্স, ফ্লাশ খেলি অথবা টেবিল-টেনিস, লন-টেনিসে সামিল হই। মাঠে গেলে ঋতু অনুযায়ী ক্রিকেট বা ফুটবল, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের (পূর্ববঙ্গ দলের নয়) ময়দানে অথবা ইডেন গার্ডেনে, হয় কর্ণার কিক না হয় মিড-অন মিড-অফের ব্যূহ ভেদ করে ব্যাটস্‌ম্যানের রান করার তারিফ করি। কখনো বা রেডিও খুলেতেই তৃপ্ত থাকি এবং পেপার ব্যাক পড়তে পড়তে ঘুমের আগে ক্লাসিক্যাল গানের সর্বভারতীয় প্রোগ্রামটির সাহায্য নিই এবং সারাদিন এইভাবে ইংরেজির দাপট সহ্য করি।”[৭১]

ইংরেজী থেকে অনূদিত শব্দ বা শব্দসমষ্টি (Translation Loan)—বাতিঘর (Light-house), সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), আমি আসতে পারি কি ? (May I come in ?) ইত্যাদি। (এ বিষয়ে আগে ভাষাঋণ পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৪৯৪)

জার্মান থেকে জার, নাৎসী ইত্যাদি। পোর্তুগীজ থেকে আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি। ফরাসী (French) থেকে কার্তুজ, কুপন, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েৎ, ইত্যাদি। স্পেনীয় থেকে কমরেড্ (<Comarada)। ইতালীয় থেকে কোম্পানী, গেজেট ইত্যাদি। ওলন্দাজ থেকে ইস্‌কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি। রুশীয় থেকে সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি। চীনা থেকে চা, চিনি ইত্যাদি। বর্মী থেকে ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি। ফারসী থেকে সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশা, খেতাব ইত্যাদি। আরবী থেকে আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরী, হুকুম, তামাসা, জিলা ইত্যাদি।

এসব শব্দ ছাড়া বাংলায় কিছু নবগঠিত শব্দ আছে। এগুলির মধ্যে কিছু হল অবিমিশ্র শব্দ যেমন—অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। আবার কিছু শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলিকে মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—হেড (ইংরেজী) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেড-পণ্ডিত, হেড (ইংরেজী) + মৌলবী (আরবী) = হেড-মৌলবী, ফি (ফারসী) + বছর (বাংলা) = ফি-বছর ইত্যাদি।

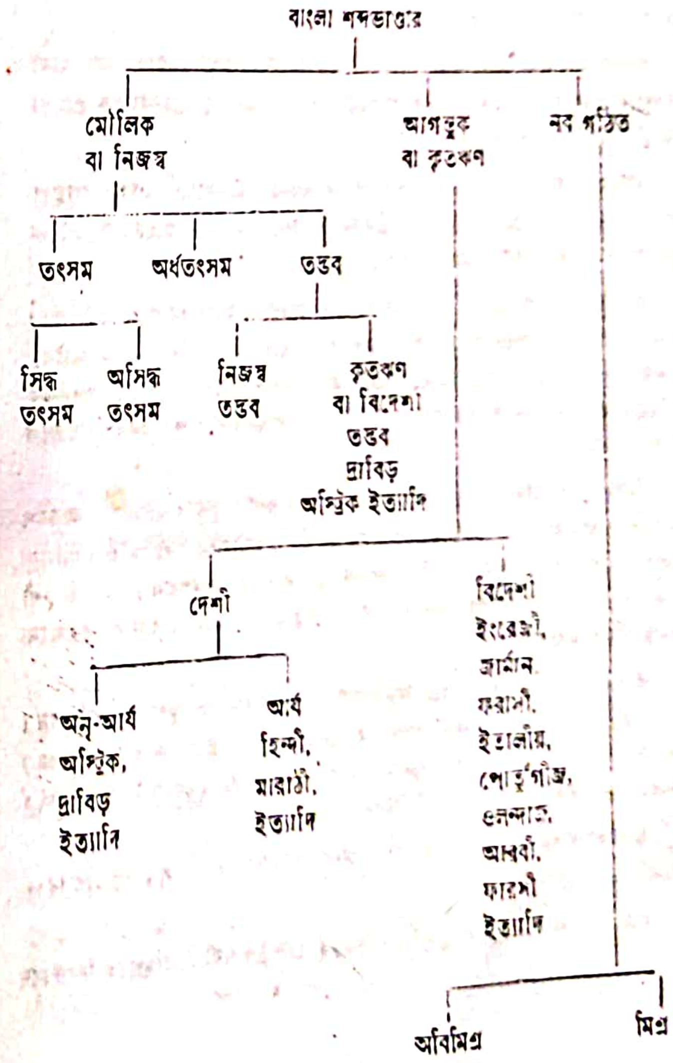

চিত্র নং ৬১ : বাংলা শব্দভাণ্ডার

[৭১]। চক্রবর্তী, ডঃ জগন্নাথঃ "বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠনে ইংরেজির ভূমিকা" (ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১০০-১০১)।

॥ ৩৪ ॥ বাংলা শব্দের উৎস ও বিবর্তন
(Origin and Evolution of Bengali Words)

অপরূপ ঃ সং অপূর্ব (পূর্ব্ + অচ্ = পূর্ব ; ন + পূর্ব = অপূর্ব) > অপুরুব (র্ব > রুব ঃ মধ্যস্বর উ-এর আগম ঃ বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি) > অপরূপ (রুব > রূপ ঃ লোকনিরুক্তি ; ব্ > প্ ঃ অঘোষীভবন)।

অমিয় ঃ সং অমৃত (মৃ + ক্ত = মৃত ; ন + মৃত = অমৃত) > অমিঅ (ঋ > ই ঃ প্রাকৃতে ঋ > অ / ই / উ ; ত > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অমিয় (য়-শ্রুতি)।

অর্ধচন্দ্র ঃ অর্ধচন্দ্রের মতো অর্ধবৃত্তাকারে হাতের আকৃতি করে গলা ধাক্কা দেওয়াকে বলে অর্ধচন্দ্র দেওয়া অর্থাৎ তাড়িয়ে দেওয়া। এখানে আলঙ্কারিক প্রয়োগ থেকে শব্দের অর্থসংক্রম ঘটেছে।

আইচ ঃ সং আদিত্য (অদিতি + ষ্য) > আইচ্চ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ বর্ণ 'দ্'-এর লোপ ; ত্য > চ্চ ঃ তালব্যীভবন ও সমীভবন) > আইচ (চ্চ > চ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

আইবুড়ো ঃ অব্যূঢ় > *আইব্‌বুঢ় (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে অ > আ। য-ফলার আগে ই-কারের আগম, যেমন বাক্য > বাইক্ক ঃ অপিনিহিতি) > আইবুঢ় (*ব্ব্ > ব্ ঃ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > আইবুড়ো ঃ পদান্তিক মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ্'-এর অল্পপ্রাণীভবন। বুড়া > বুড়ো ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে উআ > উও)।

আঁকশী / আঁকশি ঃ সং আকর্ষণী (আ + কৃষ্ + ল্যুট্ = আকর্ষণ। আকর্ষণ + ঙীষ্ = আকর্ষণী) > *আকশ্‌শঈ (র্ষ > শ্‌শ ঃ সমীভবন। ণী > ঈ ঃ নাসিক্য ধ্বনির লোপ) > *আকশ্‌শী (শ্‌শঈ > শ্‌শী ঃ সঙ্কোচন) > আঁকশী (আ > আঁ ঃ স্বতোনাসিক্যীভবন। ক > ক্ ঃ আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বরলোপ এবং ধ্বন্যক্ষরতা)

আখড়া ঃ অক্ষবাট > প্রা অক্‌খআড (ক্ষ্ = ক্‌ষ, > ক্‌খ্ ঃ সমীভবন। বা > আ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ। ট্ > ড্ ঃ ঘোষীভবন) > আখড়া (ক্‌খ্ > খ্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ। অ > আ ঃ ক্-এর লোপের জন্যে ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

আগাপাসতলা ঃ আগাপাছতলা > আগাপাস্‌তলা (ছ্ > স্ ঃ সকারীভবন = assibilation)।

আজ ঃ সং অদ্য (ইদম্ [এই] + অহন্ [দিনে] + ৭মী বিভক্তিস্থানে নিপাতনে

সিদ্ধ) > প্রা অজ্জ (দ্য = দ্য্ > জ্জ্ ঃ সমীভবন ও দ্-এর তালব্যীভবন) > আজ (জ্জ > জ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

আঠার ঃ অষ্টাদশ (অষ্টাদশন্ + ডট্ পূরণার্থে) > প্রা অট্‌ঠারস (ষ্ট্ > ট্‌ঠ্ ঃ সমীভবন। দ > র ঃ রকারীভবন (rhotacism) > অপ অট্‌ঠারহ > বাং আঠার (ট্‌ঠ্ > ঠ্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। পদান্তিক হ-এর লোপ)।

আঁঠি/আঁটি ঃ সং অস্থি (অস্ + ক্থিন্) > অট্‌ঠি (স্থ > ট্‌ঠ্ ঃ স্বতোমূর্ধন্যী-ভবন ও সমীভবন) > আঠি (ট্‌ঠ্ > ঠ্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বর অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আঁঠি (আ > আঁ স্বতোনাসিক্যীভবন) > আঁটি (ঠ্ > ট্ অল্পপ্রাণীভবন)।

আড়াই ঃ সং অর্ধতৃতীয় / অর্ধিক (= প্রথম দু'টি সংখ্যা পুরো + তৃতীয়ের অর্ধ = আড়াই) > প্রা অড্‌ঢইঅ (র্ধ্ = র্‌ধ্ > ড্‌ঢ্ ঃ ধ্-এর মূর্ধন্যীভবন ও পরে সমীভবন। তৃতীয় > ইঅ ঃ তৃ, ত্, য়্-এর লোপ) বাংলা আড়াই (ড্‌ঢ্ > ঢ্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। বাংলায় স্বরমধ্যবর্তী ড্ > ড়। পদান্তিক অ-এর লোপ।)

আদিখ্যেতা ঃ আধিক্যতা = অধিক থেকে 'আধিক্য'ই বিশেষ্য। বিশেষ্যের সঙ্গে 'তা' যোগ করে আবার বিশেষ্য করার প্রয়োজন ছিল না। এটা ভুল প্রয়োগ। আধিক্যতা > আদিখ্যাতা (ধ্ = দ্ + হ্। হ্ = মহাপ্রাণতা। এই মহাপ্রাণতা 'ধ্' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ক্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ক্ + হ্ = খ্। এখানে শুধু মহাপ্রাণতার বিপর্যাস হয়েছে।) > আদিখ্যেতা (খ্যা > খ্যে ঃ 'ই'-এর সঙ্গে আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে অ > এ)।

আনারস ঃ পার্তুগীজ আনানস্ (annanas) > বাং আনারস (আনানস্—নস্ = আনা। আনা + রস = আনারস ঃ বিমিশ্রণ)

আপন ঃ সং আত্মন্ (আ + অত + মন্) > অপ্পন (ত্ম্ > প্‌প্ ঃ ম্ ছিল ওষ্ঠ্য ধ্বনি, এই ম্-এর প্রভাবে ত্ ওষ্ঠ্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত ঃ অন্যোন্য সমীভবন) > আপন (পপ্ > প্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)

আমড়া ঃ সং আম্রাতক (আম্র + অত + ধ্বল্) > প্রা অম্বাডঅ (ম্র্ > ম্ব্ ঃ আংশিক সমীভবন। ত্ > ড্ ঃ র্-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন। শেষে স্বরমধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ধ্বনি ক্-এর লোপ) > আমড়া (ম্ব > *ম্ম ঃ সমীভবন > ম ঃ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে অ > আ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ পূর্বস্বরের সঙ্গে যোগের ফলে আ)।

আমি : সং অস্মদ্ শব্দের করণকারকের বহুবচন অস্মাভিঃ > প্রা অম্হাহি (স্ম্ > + ম্স্ : বিপর্যাস > ম্হ। ভ্ = হ্ + হ্ > হ্ঃ হ্-এর লোপ) > অপ অম্হহি (হা > হ : আ-কারের ক্ষীণতা) > প্রা-বা অম্হে (আহ্মে, আহ্মে, অহ্মে, অহ্মে) (ই > এ : স্বরসঙ্গতি। হহি > হে : একটি হ-এর লোপ : সমাক্ষর লোপ) > ম-বা আহ্মি > আমি (হ্ম = হ্ + ম্ > ম্ : নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতার লোপ। অস্মাভিঃ (বহুবচন) > আমি (একবচন) : অর্থসঙ্কোচ। অথবা বৈদিক অস্মে (সম্প্রদান / অধিকরণ) > প্রা অম্হে (স্ম্ > ম্স্ : বিপর্যাস! ম্স > ম্হ : স্-এর হ-কারীভবন) > প্রা-বা অম্হে > ম-বা আহ্মি > আমি (হ্ম = ম্হ > ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

অথবা বৈদিক চতুর্থী / ৭মীর বহুবচনের পদ অস্মে > প্রা অম্হে (স্ > হ্; ম্স > ম্হ : বিপর্যাস) > প্রা-বাং আম্হে / অম্হে > অম্হি > ম-বাং আহ্মি > আ-বাং আমি (হ্ম > ম্হ > ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

আরশি : সং আদর্শিকা (আ—দৃশ্ + ঘঞ্ + ইকা) > আঅর্শিআ (স্বর-মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন দ্ ও ক্-এর লোপ) > আর্শি (উদ্বৃত্ত স্বর অ এবং আ-এর লোপ।

আলতা : সং অলক্তক (অলক্ত + কন্) > অলত্তঅ (ক্ত > ত্ত : সমীভবন। ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > আলতা আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদি অ > আ। পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ পূর্ববর্তী স্বর অ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ + অ = আ)।

আলমারি : (পোর্তুগীজ আর্মারিও (armario) > বাং আলমারি (র্ > ল্; শব্দের দু'টি 'র্'-এর মধ্যে একটি 'র্' পরিবর্তিত হয়েছে 'ল্'-তে; একে বিষমী-ভবন বলে)। এটি বাংলায় পোর্তুগীজ থেকে গৃহীত একটি কৃতঋণ শব্দ (Loanword)।

আশি / আশী : সং অশীতি (অষ্ট + দশন্ + তি) > প্রা আসীই (তি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > অপ অসি (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ) বাং আশি / আশী।

আঁশ (fibre) : সং অংশু (অন্শ + উ) > আঁশ (নাসিক্য ধ্বনি ং-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর আ-এর নাসিক্যীভবন। অন্ত্যস্বর উ-এর লোপ।)

আঁষ : আমিষ (আ + মিষ + ক) > আঁইষ (নাসিক্যব্যঞ্জন ম্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর আ-এর নাসিক্যীভবন) > আঁষ (মধ্যস্বর ই-এর লোপ)।

আস্তাবল : ইং স্ট্যাবল্ (stable) > স্তাবল (দন্ত্য স্-এর প্রভাবে ট্-এর দন্ত্যীভবন, তার ফলে ট্ > ত্। স্তাবল > আস্তাবল : আদি স্বরাগম)।

আস্পর্ধা : সং স্পর্ধা (স্পর্ধ + অ + টাপ্) > আস্পর্ধা (আদি স্বরাগম)।

আস্পৃহা : সং স্পৃহা (স্পৃহ্ + অঙ্ + টাপ্) > আস্পৃহা (আদি স্বরাগম)।

ইঁট : সং ইষ্টক (ইষ + তকন্) > ইট্ঠঅ (ষ্ট > ট্ঠ : সমীভবন। ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ) > ইট (ট্ঠ > ট যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ। পদান্তিক স্বর অ-এর লোপ।) ইঁট (ই > ইঁ : স্বতোনাসিক্যী-ভবন)।

ইঁদারা : সং ইন্দ্রাগার > প্রা ইন্দাআর (ন্দ্র > ন্দ : র্-এর লোপ। গা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনির লোপ।) > ইঁদারা (নাসিক্যধ্বনি ন-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর ই > ইঁ : নাসিক্যীভবন। ন্দাআ > ন্দা : উদ্বৃত্ত স্বর আ পূর্ববর্তী স্বর আ-এর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। পদান্তে আ স্বরাগম)।

ইস্কাবন / ইস্কাপন : ওলন্দাজ স্কোপেন (Schopen) > ইস্কাবন (আদি স্বরাগম)। প্ > ব্ : ঘোষীভবন।

উজবুক : তুর্কী উজবেগ > উজবুক (এ > উ : স্বরসঙ্গতি; গ্ > ক্ : অঘোষীভবন)। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে বাংলায় উজবেকীস্তান থেকে যেসব সৈনিক এসেছিল তাদের বলা হত উজবেক। এদের দৈহিক শক্তির খ্যাতি ছিল, কিন্তু মানসিক উৎকর্ষের খ্যাতি ছিল না। সেই থেকে মানসিক উৎকর্ষহীন ব্যক্তি অর্থে উজবুক কথাটি প্রচলিত হয়। ক্রমে অর্থ দাঁড়ায় দৈহিক শক্তিসর্বস্ব বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং তা থেকে অর্থ দাঁড়ায় একদম বোকা লোক। এখানে শব্দের অর্থসংক্রম হয়েছে।

উদো : সং উদ্ধব (উৎ + হু + অপ্) = কৃষ্ণের বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে ব্রজে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন তখন গোপীরা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেইসব ভর্ৎসনা উদ্ধব নীরবে সহ্য করেছিলেন। সেই থেকে উদ্ধব থেকে আগত 'উদো' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নীরবে সহ্যকারী যে-কোনো বোকা লোক'। এখানে একজন ব্যক্তি থেকে যে-কোনো লোকের দিকে অর্থ প্রসারিত হয়েছে বলে এটা অর্থবিস্তারের দৃষ্টান্ত। উদ্ধব > উদ্দঅ (দ্ধ্ > দ্দ্ : সমীভবন; ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > উদো (দ্দ > দ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ, মধ্যস্বর অ > ও : স্বরসঙ্গতি; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

উদ্বেল : সং উদ্বেল (উৎ + বেলা)। মূল অর্থ বেলাভূমি অতিক্রান্ত, কূলাতিক্রান্ত; তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে সীমাতিক্রান্ত, উচ্ছ্বলিত। এখানে আলঙ্কারিক প্রয়োগ থেকে শব্দটির অর্থসংক্রম হয়েছে।

উনান / উনুন : সং উষ্ণাপন (উষ্ + নক্ = উষ্ণ। আপ + ল্যুট্ = আপন (প্রাপ্ত)। উষ্ণ + আপন = উষ্ণাপন) > উন্হাবন (ষ্ণ্ = ষ্ + ণ্ > ণ্ + ষ্ :

বিপর্যাস। ঞ্ + ষ্ > ন্ + হ্ (ঞ্ স্থানে ন্ এবং ষ্ স্থানে হ্। প্ > ব্ ঃ ঘোষীভবন) > উন্‌হাঅন (ব > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জনের লোপ) > উনান (হ্-এর লোপ, উদ্‌বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ) > উনুন (স্বরসঙ্গতি)।

উবু ঃ উর্ধ্ব (উৎ + হাড্ + ড) > উব্‌ভ (ধ্ব্ > •ব্‌ব্ ঃ পরাগত সমীভবন। ব্‌ব্ > ব্‌ভ্ ঃ ধ্ থেকে মহাপ্রাণতার বিপর্যাসের ফলে দ্বিতীয় ব্ > ভ) > উভ (ব্‌ভ > ভ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ) > উভু (ভ > ভু ঃ স্বরসঙ্গতি) > উবু (অল্পপ্রাণীভবন)।

উপুড় / উবুড় ঃ সং উৎ + পুট (উৎ = ঊর্ধ্ব, পুট্ + ক = পুট = পাত্রবিশেষ। উৎপুট = ওল্টানো পাত্র) প্রা •উপ্‌পুড (ৎপ্ > প্‌প্ ঃ সমীভবন) > বাং উপুড় (প্‌প্ > প্ ঃ সমাক্ষর লোপ) > উবুড় (ঘোষীভবন)।

এগার ঃ সং একাদশ (একাদশন্ + ডট্) > প্রা এগ্‌গারহ (ক্ > গ্ ঃ ঘোষীভবন ; গ্ > গ্‌গ্ ঃ ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ; দ্ > র্ ঃ র-কারীভবন ; শ্ > হ্ ঃ হ-কারীভবন) > প্রা-বাং এগারহ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > ম-বাং, আ-বাং এগার (পদান্তিক হ-কারের লোপ)।

এয়ো ঃ সং অবিধবা (অ + বি + ধব + টাপ্) > অইহআ (বি > ই ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ। ধ্ > হ্ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির হ-কারে পরিণতি। বা > আ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > আইও (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে অ > আ। হ-এর লোপ। আ > ও ঃ ই-এর প্রভাবে স্বরসঙ্গতি) > এয়ো (আ + ই = এ ঃ সন্ধি। য়-শ্রুতি)।

এলো ঃ সং আকুলায়িত > প্রা আউলাইঅ (কু > উ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; য়ি > ই ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক ধ্বনির লোপ ; ত > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ ; অপ আউলাইঅ > প্রা-বাং আউল (পদান্তিক স্বরের লোপ) > এলো (ল > লো ঃ 'উ'-এর প্রভাবে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। আ > এ ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

ওঝা ঃ সং উপাধ্যায় (উপ + অধি + ই + ঘঞ্) প্রা উপাজ্‌ঝাঅ (ধ্য > জ্‌ঝ্ ঃ সমীভবন ; য় > অ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ধ্বনির লোপ) > অপ উঅজ্‌ঝাঅ (প > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ) > প্রা-বাং উঅজ্‌ঝাঅ (ঝা > ঝ ঃ স্বরসঙ্গতি) > আ-বাং ওঝা (উ > ও ঃ স্বরসঙ্গতি ; জ্-এর লোপ ; ঝগ্ন > ঝা ঃ সঙ্কোচন) > রোঝা (র্-এর আগম ; ঝ্ > জ্ ঃ অল্পপ্রাণীভবন)।

কনে ঃ সং কন্যা (কন্ + যৎ + টাপ্) > কনে।

কনুই ঃ সং কর্ণিকা (ক + ষণ্ + ইকা) > প্রা কহ্‌ণিআ (ফ্ > হ্ ঃ

স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনির হ-কারে পরিণতি ; কা > আ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ধ্বনির লোপ) > •কহ্‌ণি ('হ্'-এর লোপ) > অপ •কণই ('অ' এবং 'ই'-এর বিপর্যাস) > কনুই (ণই > নুই ঃ স্বরসঙ্গতি)।

কলা ঃ অস্ট্রিক কদল (কদলী) > কঅল (দ > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > কল (উদ্‌বৃত্ত মধ্যস্বর অ-এর লোপ) ; কল + আ = কলা।

কষ্টি ঃ (সোনা পরীক্ষার জন্যে ঘর্ষণ-প্রস্তর, নিকষ) ঃ √কষ্ (ঘর্ষণ করা, পরীক্ষা করা) + ক্তিন্ = কষ্টি।

কষ্ঠী / কোষ্ঠী ঃ সং কর্ষপট্টিকা (কৃষ্ = কর্ষণ করা, চর্চা করা) + ঘঞ্ = কর্ষী + পট্টিকা) > প্রা কস্‌সপট্টিআ / কস্‌সবট্টিআ (র্ষ > স্‌স্ ঃ সমীভবন ; প্ > ব্ ঃ ঘোষীভবন ; কা > আ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ কস্‌সবট্টিঅ (আ > অ ঃ আদি শ্বাসাঘাতের জন্যে পদান্তিক স্বরের হ্রস্বীভবন) > •কসটি (স্‌স্ > স্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ, ট্টি > টি ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; 'ব' ও 'অ'-এর লোপ) > কষ্টি (স্ > ষ, মূর্ধন্যীভবন) > কষ্ঠি (ট্ > ঠ্ ঃ মহাপ্রাণীভবন) > কোষ্ঠী (ক > কো ঃ স্বরসঙ্গতি)।

কাছারি ঃ সং কৃত্যাগৃহ / কৃত্য গৃহীকা > •কচ্ছঘর / •কচ্ছঘরিঅ > প্রা কচ্ছহরিঅ (কৃ > ক ঃ ঋকার > অ-কার ; ত্য্ > চ্ছ্ ঃ অন্যোন্য সমীভবন ; ঘ্ > হ্ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনির হ-কারে পরিণতি ; গৃহ > ঘর ঃ মহাপ্রাণতার বিপর্যাসের ফলে হ-কার গ্-এর সঙ্গে যোগ হওয়ায় 'গৃ' হয়েছে 'ঘৃ' ; ঘৃ = ঘ্রি > ঘরি ঃ বিপ্রকর্ষ) > বাং কাছারি (চ্ছ্ > ছ্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ক > কা ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; হরিঅ > রি ঃ 'হ' ও 'অ'-এর লোপ)।

কানু ঃ সং কৃষ্ণ (কৃষ্ + নক্) > প্রা কণ্‌হ (কৃ > ক ঃ ঋ-কার > অ-কার ; ষ্ণ > ণ্‌হ ঃ 'ষ্'-এর হ-কারে পরিণতি বা হকারীভবন ও 'ঞ্'-এর 'ণ্'-কারে পরিণতিঃ মূর্ধন্যীভবন তারপর 'হ্' ও 'ণ্'-এর বিপর্যাস) > অপ কণ্‌হ > প্রা-বাং কাহ্ন ('হ্' ও 'ণ্'-এর বিপর্যাস) > •কান (হ্ন্ > ন্ ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ক > কা ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আ-বাং কানু / কানাই।

কাম ঃ কর্ম (কৃ + মন কর্তৃবা) > কম্ম (র্ম = র্‌ম > ম্ম ঃ সমীভবন) > কাম (ম্ম > ম ঃ একটি 'ম্'-এর লোপ, অ > আ ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

কামার (Blacksmith) ঃ সং কর্মকার (কর্মন্ + কৃ + অণ্) > প্রা কম্মআর (র্ম > ম্ম ঃ সমীভবন ; কা > আ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জন 'ক্'-এর লোপ) > বাং কামার (কম্ম > কাম ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; কাম + আর = কামার ঃ সন্ধি)।

কাহন : সং কার্ষাপণ (কর্ষাপণ + ক স্বার্থে) > প্রা কাহাবন / কহাবণ র্ষ্ > হ্ : 'র্'-এর লোপ এবং 'ষ্'-এর হ-কারীভবন ; প্ > ব্ : ঘোষীভবন) > বাং কাহন (হা > হ : আদি শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্য স্বরধ্বনির ক্ষীণতা ; স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন 'ব্'-এর লোপ)।

কুমোর (Potter) : সং কুম্ভকার (কুম্ভ + কৃ + অণ্) > *কুম্মআর (ম্ভ > ম্ম : সমীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জন-এর লোপ) > কুমার (ম্ম > ম : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ। কুম + আর = কুমার : সন্ধি ; কুমার > কুমোর : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

কুলুপ : আরবী কুফ্‌ল্ > *কুলফ্ (ফ্‌ল্ > ল্‌ফ্ : বিপর্যাস) > বাংলা কুলুপ (ল > লু : স্বরসঙ্গতি ; ফ্ > প্ : অল্পপ্রাণীভবন)।

কেওড়া : সং কেতক + ট (কিত + ণ্বুল্ = কেতক। কেতক + ট = কেতকট) > প্রা কেদগড (ত্ > দ্ : ঘোষীভবন ; ক্ > গ্ : ঘোষীভবন ; ট্ > ড্ : ঘোষীভবন) > কেঅঅড (স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জন 'দ্' ও 'গ্'-এর লোপ) > বাং কেওড়া (অ > ও : স্বরসঙ্গতি ; একটি 'অ' এর লোপ)।

কেন : সং *কীদৃশন > প্রা কদিসণ (কী > ক ; দৃ > দি : ঋকারের ই-কারে পরিণতি) > কইসণ (দি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ কইহণ / কেহেণ (স্ > হ্ : হ-কারীভবন ; কই > কে : অ + ই = এ স্বরসন্ধি) > প্রা-বাং কেহ্ন (হেণ > হ্ন = স্বরলোপ) > আ-বাং কেন (হ্ন > ন : অল্পপ্রাণীভবন)।

কেয়া : সং কেতক (কিত + ণ্বুল্ = কেতক) > প্রা কেদগ (ত্ > দ্ : ঘোষীভবন ; ক্ > গ্ : ঘোষীভবন) > কেঅঅ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন 'দ্' ও 'গ্'-এর লোপ) > কেআ (অ + অ = আ) > কেয়া (য়-শ্রুতি)।

খই : খদিকা > প্রা খইআ (দি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং খই খৈ (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'আ'-এর লোপ)।

খাজা : সং খাদ্য (খাদ্ + ণ্যৎ) > প্রা খজ্জ (দ্য্ > জ্জ্ : সমীভবন) > অপ খজ্জ > বাং খাজা (জ্জ্ > জ্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; খ > খা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। খাদ্য > খাজা : অর্থসঙ্কোচ।

খার : সং ক্ষার (ক্ষর্ + ণ) > *ক্‌খার (ক্ষ্ > ক্‌খ্ : সমীভবন) > খার (যুগ্ম-ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

খুদ : সং ক্ষুদ্র (√ক্ষুদ্ + রক্) > *ক্‌খুদ্দ (ক্ষ্ > ক্‌খ্ : সমীভবন ; দ্র্ > দ্দ্ : সমীভবন) > প্রা খুদ্দ > খুদ (ক্‌খ্ > খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; দ্দ > দ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

খেয়া : সং ক্ষেপ (ক্ষিপ্ + ঘঞ্) > *ক্‌খেঅ (ক্ষ্ > ক্‌খ্ : সমীভবন) > খেঅ (ক্‌খ্ > খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > খেয়া (য়-শ্রুতি ও অন্ত্যস্বরাগম)।

গাঁ : সং গ্রাম (গম্ + ঘঞ্ অথবা √গ্রস্ + মন্, নিপাতনে) > প্রা গাম (র-কারের লোপ) > বাং গাঁ (ম্-এর লোপ এবং পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

গাঙ্ : সং গঙ্গা (গম্ + গন্ + টাপ্ = গঙ্গা) > প্রা গঙ্‌ঙা (ঙ্গ্ > ঙ্‌ঙ্ : সমীভবন) > গাঙ্ (ঙ্‌ঙ্ > ঙ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। 'গঙ্গা' শব্দে ভারতবর্ষের একটি বিশেষ নদীকে বোঝায়। কিন্তু গঙ্গা থেকে আগত বাংলা 'গাঙ্' শব্দের অর্থ 'যে-কোনো নদী'। এখানে শব্দের অর্থ বিস্তার ঘটেছে। আবার 'গাঙ্' শব্দে কখনো-কখনো যে-কোনো নদীর শুষ্ক খাতকে বোঝায়। সেখানে শব্দের আংশিক অর্থসংক্রম হয়েছে বলা যায়।

গাজন : সং গর্জন (গর্জ্ + অনট্) > প্রা গজ্জণ (র্জ > জ্জ্ : সমীভবন) > বাং গাজন (জ্জ্ > জ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

গাঁঠ / গাঁট : সং গ্রন্থি (গ্রন্থ্ + ইন্) > প্রা গাণ্ঠি (র-কারের লোপ, র্ এর প্রভাবে থ্-এর মূর্ধন্যীভবনের ফলে থ্ > ঠ্) > গাঁঠ (নাসিক্যব্যঞ্জন 'ন্'-র লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

গাধা : সং গর্দভ (গর্দ্ + অভচ্) > প্রা গদ্দহ (র্দ > দ্দ্ : সমীভবন ; ভ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির হ-কারে পরিণতি) > অপ গদ্দহ > প্রা-বাং গাদহ (দ্দ্ > দ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; গ > গা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > আ-বাং গাধা (দহ > *ধঅ অর্থাৎ দ্ + অ + হ্ + অ > দ্ + হ্ + অ : মহাপ্রাণতার বিপর্যাস ; ধঅ > ধা : পদান্তিক স্বরের সঙ্গে পূর্বস্বরের সন্ধি অর্থাৎ অ + অ = আ)।

গামছা : গামোছা > গামছা (মো > ম্ : শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বর 'ও'-এর লোপ এবং তার ফলে দ্ব্যক্ষরতার / দ্বিমাত্রিকতার সৃষ্টি)।

গারদ : ইংরেজী গার্ড্ (guard) > গারদ (র্ড্ > রদ্ : স্বরভক্তি : র্ ও দ্-এর মধ্যে অ-এর আগম ; ড্ > দ্ : দন্ত্যীভবন)। 'গার্ড্' (guard) শব্দের অর্থ—পাহারা বা প্রহরী। বাংলা 'গারদ' শব্দের অর্থ কয়েদখানা, কারাগার। এখানে অর্থসংক্রম হয়েছে।

গিন্নী / গিন্নি : সং গৃহিণী (√গৃহ্ + ইনি = গৃহিন্ (গৃহস্থ) ; গৃহিন্ + ঙীপ্ = গৃহিণী) > গিরিহিণী (গৃ = [গ্রি] > গির অর্থাৎ গ্ + র্ + ই > গ্ + ই + র্ : স্বরধ্বনির বিপর্যাস) > গিরিণী ('হি' লোপ) > গিন্নী (র্ণ্ > ন্ন্ : সমীভবন) > গিন্নি।

গু'ই : সং গোমিক > প্রা গোমিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ গোঁবিঅ (নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ম্'-এর নাসিক্যতার লোপ এবং পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন) > বাং গু'ই ('ব্' ও 'অ'-এর লোপ ; উচ্চস্বর 'ই'-এর সঙ্গে পূর্বস্বর 'ও'-এর আংশিক স্বরসঙ্গতির ফলে ও > উ (উ = উচ্চস্বর)

গুয়া (betel nut) : সং গুবাক (গু + আক) (= সুপারিগাছ, সুপারি) > গুআঅ (বা > আ, ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > গুআ (অন্ত্য উদ্‌বৃত্ত স্বরের লোপ) > গুয়া (য়-শ্রুতি)।

গোরু : সং গোরূপ (গম্ + ডো = গো ; রূপ্ + ক = রূপ্ ; গো + রূপ = গোরূপ) > গোরুঅ (প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > গোরু (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ)।

গোলাপ : ফারসী গুল্ + আব্ = গুলাব্ > বাং গোলাপ (উ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; ব্ > প্ : অঘোষীভবন)।

গোসাঁই : সং গোস্বামী > গোস্‌সামী (স্ব > স্‌স্ : সমীভবন) > গোসাঁই (স্‌স্ > স্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ম্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

গোয়াড়ি / গোয়াড়ী : সং গোপবাটিকা (গো + পা + ক = গোপ ; বাট + কণ্ স্বার্থে + আপ্ স্ত্রীং, এক-স্থানে ইক = বাটিকা ; গোপ + বাটিকা = গোপবাটিকা) > প্রা গোববাডিঅ (প্ > ব্ : ঘোষীভবন ; ট্ > ড্ : ঘোষীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; আ > অ) > অপ গোঅবাডিঅ (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং গোয়াড়ী ('অ'-এর লোপ, স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন 'ব'-এর লোপ, য়-শ্রুতি, পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ)।

ঘড়েল : ঘটিকাপাল (watchman) > ঘড়িয়াল (ট্ > ড্ > ড় : ঘোষীভবন ; কা > আ, পা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; আ + আ > আ : সন্ধি ; আ > য়া : য়-শ্রুতি) ঘড়েল (য়-এর লোপ ; ইআ > এ : সঙ্কোচন)। আগেকার দিনে ঘটিকা (ছোট ঘড়া)-র মধ্যে জল বা বালি রেখে দেওয়া হত। তার তলার ছোট ছিদ্র দিয়ে সেই জল বা বালি ধীরে ধীরে পড়ত। এই পড়া জল বা বালির পরিমাণ থেকে সময় নির্ধারণ করা হত। ঐ ঘটিকা থেকে বাংলায় এসেছে 'ঘড়ি' যা সময় নির্দেশক যন্ত্র। এখানে অর্থসংক্রম হয়েছে। 'ঘটিকাপাল' থেকে 'ঘড়িয়াল' এবং তা থেকে 'ঘড়েল'—এখানেও অর্থসংক্রম হয়েছে। যে ব্যক্তি 'ঘটিকা' বা 'ঘড়ি'র দিকে নজর রাখে এবং সময় অনুযায়ী ঘণ্টা বাজায় সে-ই হল ঘটিকাপাল ; কিন্তু ক্রমশ অর্থ পরিবর্তনের ফলে দাঁড়িয়েছে 'সতর্ক ব্যক্তি' > 'চালাক লোক' > 'ধুরন্ধর লোক'।

ঘর : সং গৃহ (গ্রহ্ + ক) > *গরহ (প্রাকৃতে ঋ > অর) > ঘর (মহাপ্রাণতার বিপর্যাস : মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' স্থানান্তরিত হয়ে 'গ্'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে গ্ + হ্ = ঘ্ হয়েছে ; পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'অ' লোপ পেয়েছে)।

ঘরনী : গৃহিণী (গ্রহ্ + ক = গৃহ ; গৃহ + ইন্ + ঈপ (স্ত্রীলিঙ্গে) = গৃহিণী) > প্রা ঘরিণী / ঘরিণি (গৃ > গর : 'ঋ' প্রাকৃতে 'অর' হয়েছে ; মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' স্থানান্তরিত হয়ে 'গ্'-এর সঙ্গে যোগের ফলে গর > ঘর : মহাপ্রাণতার বিপর্যাস) > ঘরণী (স্বরসঙ্গতির ফলে অই > অঅ)।

ঘা : সং ঘাত (হন্ + ঘঞ্) > ঘাঅ (স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > ঘা (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বরের লোপ)।

ঘি / ঘী : সং ঘৃত (ঘৃ + ক্ত) > ঘিঅ (প্রাকৃতে ঋ > ই ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ঘি (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ)।

ঘু'টে : ঘুন্টিক > প্রা ঘুন্টিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ঘুন্টিঅ > বাং ঘু'টে (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ ; নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্'-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; ই > এ : স্বরের অসঙ্গতি)। অথবা, গোবিষ্ঠা (গম্ + ডো = গো ; বি—স্থা + ক + টাপ্ = বিষ্ঠা) > প্রা গোইট্‌ঠা (বি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ষ্ঠ > ট্‌ঠ্ : সমীভবন) > গোইট্‌ঠ (পদান্তিক স্বরের হ্রস্বতা) > ঘু'টে ('ঠ' থেকে মহাপ্রাণতা স্থানান্তরিত হয়ে 'গ'-তে যুক্ত হয়েছে, ফলে ঠ > ট, গ > ঘ ; ট্‌ঠ্ > ট্ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ)।

চশমা : ফারসী চশ্‌মহ > চশমা (হ-এর লোপ ও অন্ত্যস্বর আ-এর আগম)।

চাক / চাকা : সং চক্র (কৃ + ক) > প্রা চক্ক (ক্র > ক্ক : সমীভবন) > বাং চাক (ক্ক্ > ক্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; চ > চা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > চাকা (অন্ত্যস্বরাগম)।

চাঁদ : চন্দ্র (চন্দ্ + ণিচ্ + রক্) > প্রা চন্দ > প্রা-বাং চান্দ (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে স্বরদৈর্ঘ্যের ফলে চ > চা) > আ-বাং চাঁদ (নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্'-এর লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

চামচা / চামচে : ফারসী চম্‌চহ (সং চমস্) > বাং চামচা / চামচে (ফারসী থেকে বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (Loanword)। সাধারণত শব্দটির মানে 'ছোট হাতা'। এখন অর্থসংক্রমের ফলে এর অর্থ কখনো-কখনো হয় 'তোষামদকরী', 'শাগরেদ', 'তাঁবেদার'।

চারি / চার : সং চত্বারি > প্রা চত্তারি (ত্ব্ > ত্ত্ : সমীভবন) > অপ চারি (ত্তা > আ : ত্-এর লোপ ; চ + আ = চা) > বাং চারি > চার (অন্ত্যস্বর লোপ)।

চিড়া : সং চিপিটক (চি + পিটচ্ = চিপিট। চিপিট + স্বার্থে ক = চিপিটক) > চিইড়অ (পি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ট্ > ড়্ : ঘোষীভবন) : ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > চিড়া (মধ্যস্বর 'ই'-এর লোপ ; ড় + অ = ড়া : সন্ধি)।

চিৎপটাং : চিত্রপটাঙ্গ (চিত্র + পট + অঙ্গ = চিত্রপটাঙ্গ = চিত্রপটের মতো অঙ্গ যার) > বাং চিৎপটাং (মাটির দিকে পীঠ করে চিত্রপটের মতো চিৎ হয়ে শোয়া বা পড়ে থাকা) (অর্থসংক্রম)। চিৎপটাং = অর্ধতৎসম শব্দ।

চিরতা : চিরাতিতিক্ত (চি + রক্ = চির ; অতি = অব্যয় ; তিজ্ + ক্ত = তিক্ত : চির + অতি + তিক্ত = চিরাতিতিক্ত) > প্রা চিরাইইত্ত (তি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ চিরাঅইত্ত (আই > আঅ : আংশিক স্বরসঙ্গতি) > প্রা বা চিরাইত (আঅ > আ : সন্ধি) > চিরাত (মধ্যস্বর লোপ) > চিরতা (রা > র : আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বরের হ্রস্বীভবন : ত > তা : পদান্তে আ যোগ)।

চুয়ান্ন : সং চতুঃপঞ্চাশৎ > চউপন্নাশ (তু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) ; ঞ্চ > ন্ন : সমীভবন ; পদান্তিক ব্যঞ্জন 'ৎ'-এর লোপ)> চউপন্ন (প > অ > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ও দীর্ঘীভবন) > চুয়ান্ন।

চৌকা / চৌকো : সং চতুষ্ক (চতুঃ + কন্) > চতুহ্‌ক (ষ্ > হ্ : হ-কারীভবন)> চউক (তু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; হ-এর লোপ)> চৌক > চৌকা (অন্ত্য স্বরাগম)।

ছা : সং শাবক (শব + ণ্বুল্) > *ছাবঅ (শ্ > ছ্ : ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > প্রা ছাব (অন্ত্যস্বর লোপ) > ছাঅ (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ছাঅ > বাং ছা।

ছাউনি / ছাউনী : ছাদনিকা (ছদ্ + অনট্ + কণ্ + আপ্) > প্রা ছাঅনিআ দ > অ, কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং ছাঅনি (পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর 'আ'-এর লোপ) > ছাউনি (অই > উই : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

ছাতিম : সং সপ্তপর্ণ (সপ্তন্ + পর্ণ) > প্রা সত্তপন্ন / ছত্তপন্ন (প্ত > ত্ত : সমীভবন ; র্ণ > ন্ন : সমীভবন ; 'স্' স্থানে 'ছ্') > অপ ছত্তঅন্ন (প > অ :

স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং ছাতিম (ত্ত > ত্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ছ > ছা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

ছাতু : শক্তু (শক্ + তুন্) > ছত্তু ('শ্'-স্থলে 'ছ্') > ছাতু (ত্ত > ত্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ছ > ছা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

ছুতার / ছুতোর : সং সূত্রধর (সূত্র্ + অচ্ = সূত্র ; ধৃ + অচ্ = ধর ; সূত্র + ধর = সূত্রধর) > প্রা সুত্তধর / সুত্তহর (ত্র্ > ত্ত্ : সমীভবন ; ধ্ > হ্ স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি) > অপ ছুত্তঅর ('স্'-স্থানে 'ছ্' ; পরে হ-কারের লোপ) > বাং ছুতার (ত্ত্ > ত্ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ত + অ = তা : সন্ধি) > ছুতোর (উআ > উও : স্বরসঙ্গতি)।

ছুরি : সং ক্ষুরিকা (ক্ষুর্ + ক = ক্ষুর / ক্ষুর + ইকা = ক্ষুরিকা) > প্রা খুরিআ / ছুরিআ (ক্ষু > *ক্খু : সমীভবন > খু : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ > ছু : তালব্যীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ খুরিঅ / ছুরিঅ > বাং খুরি / ছুরি (অন্ত্যস্বর লোপ)।

ছেনি / ছেনী : ছেদনিকা (ছিদ্ + লুট্ = ছেদন ; ছেদন + ইক + আপ্ = ছেদনিকা) > প্রা ছেঅণিআ (দ > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ছেঅণিঅ (আ > অ : পদান্তিক স্বরের হ্রস্বতা) > বাং ছেনী / ছেনি (উদ্বৃত্ত স্বর দু'টি 'অ'-এর লোপ)।

ছেলে : শাবক > ছাঅঅ ('শ্' থেকে 'ছ্' ; ব > অ, ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ছা (উদ্বৃত্ত স্বর দু'টি 'অ'-এর লোপ)। ছা + আল + ইক + আ (স্বার্থে)—ছাআলিকা > ছায়ালিয়া (য়-শ্রুতি) > ছাইলা (অপিনিহিতি) > ছেলে।

জহর : সং জতুগৃহ (জন্ + উ = জতু (লাক্ষা), গ্রহ্ + ক = গৃহ ; জতু + গৃহ = জতুগৃহ) > জউহর (তু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; গৃহ > ঘর > হর) > জহর (উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

জাউ : যবাগূ > জআউ (বা > আ, গূ > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > জাউ (জ + আ = জা : সন্ধি)।

জাঁদরেল : ইং জেনারাল্ (general) > জাঁদরেল (এ > আ : স্বরসঙ্গতি ; আ > আঁ : নাসিক্যীভবন)। ইংরেজীতে জেনারাল্-এর অর্থ 'সেনাপতি'। তা থেকে সেনাপতির মতো 'কর্তৃত্বসম্পন্ন' এবং শেষে বিশেষ কর্তৃত্বসম্পন্ন' অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে শব্দের অর্থসংক্রম ঘটেছে।

জয়া : দ্যূতক > জুঅঅ (দ্য > জ্ : তালব্যীভবন ; ত > অ, ক > অ :

স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ঝুআ (অ + অ = আ ; সন্ধি) > ঝুয়া (য়-শ্রুতি)।

জেঠা : জ্যেষ্ঠতাত (বৃদ্ধ + ইষ্ঠন্ = জ্যেষ্ঠ ; তন্ + ক্ত = তাত ; জ্যেষ্ঠ + তাত = জ্যেষ্ঠতাত) > প্রা জেট্‌ঠতাত (ষ্ঠ্ > ট্‌ঠ্ : সমীভবন) > অপ জেট্‌ঠআয় (তা > আ, ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং জেঠা (ট্‌ঠ্ > ঠ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ঠ + আ = ঠা : সন্ধি ; পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর 'অ'-এর লোপ)।

জোলো : জল + উআ > জলুআ > জোলো (আ-কারের লোপ ; জলু > জোলো : অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি)।

ঝাঁঝ : ঝঞ্ঝা > প্রা ঝঞ্ঝ, ঝা > বাং ঝাঁঝ (নাসিক্যব্যঞ্জন 'ঞ্'-এর লোপ, তার ফলে পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন ও নাসিক্যীভবন)।

ঝামা : ক্ষাম (ক্ষৈ + ক্ত = ক্ষাম = দুর্বল, শুষ্ক) > ঝাম (ক্ষ > ঝ : তালব্যীভবন) ; ঝাম + আ (স্বার্থিক) = ঝামা।

ঝি : দুহিতা (দুহ্ + তৃচ্ = দুহিতৃ) > প্রা ধিতা (উ-কারের লোপ, তার পরে দ্-এর বিপর্যাসের ফলে দ্ স্থানান্তরিত হয়ে হ্-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দ্ + হ্ = ধ্ হয়েছে) > ঝিআ (ধ্ > ঝ্ : তালব্যীভবন ; তা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ঝিঅ (পদান্তিক স্বরের হ্রস্বতা) > বাং ঝি (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বরের লোপ)। 'দুহিতা' শব্দের মূল অর্থ 'কন্যা'। ঝি শব্দে এখন কন্যা এবং চাকরাণী দুই বোঝায়। এখন শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটেছে। চাকরাণী বোঝালে অর্থাবনতিও হয়।

ঝিঙে / ঝিঙা : দেশী শব্দ (অস্ট্রিক)।

টাকা : সং টঙ্ক (টনক + অল্) > টক্ক (ঙ্ক্ > ক্ক্ : সমীভবন) > টাকা (ক্ক > ক : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ট > টা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; পদান্তে 'আ' স্বরাগম)।

ঠাঁই : স্থানিক (স্থা + অনট্ = স্থান ; স্থান + ষ্ণিক = স্থানিক)>ঠানিক (স্থ্> ঠ্‌ঠ্ : সমীভবন থ-এর মূর্ধন্যীভবন, ঠ্‌ঠ্ > ঠ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ) > ঠাণিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ঠাঁই (ণ্-এর লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; উদ্বৃত্ত অন্ত্যস্বর 'অ'-এর লোপ)।

ঠাকুর : তুর্কী তিগির > সং ঠক্কুর > (ত্ > ঠ্ : স্বতোমূর্ধন্যীভবন ও মহাপ্রাণীভবন ; গ্ > ক্ : অঘোষীভবন) > প্রা ঠক্কুর > বাং ঠাকুর (ক্ক্ > ক্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ঠ>ঠা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

ঠিক : সং স্থিতক (স্থা + ক্ত + ক) > প্রা, অপ *ঠিঅক (স্থ্ > থ্ :

যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; থ্ > ঠ্ : স্বতোমূর্ধন্যীভবন ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ক্ > ক্ক্ : ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (gemination) > হিন্দী ঠিক (উদ্‌বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ ; ক্ক্ > ক্ যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > বাং ঠিক।

ঠিকানা : 'ঠিক' দ্রষ্টব্য। ঠিক + আনা = ঠিকানা (হিন্দী) > বাং ঠিকানা।

ঠোঁট : সং তুণ্ড (তুণ্ড্ + অচ্) > প্রা টুণ্ড (ত্ > ট্ : মূর্ধন্যীভবন) > ঠোঁট (ট্ > ঠ্ : মহাপ্রাণীভবন ; ণ্-এর লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন, উ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

ডাঁশ : সং দংশ (দন্‌শ্ + ঘঞ্) > প্রা ডংশ (দ্>ড্ : মূর্ধন্যীভবন)> বাং ডাঁশ (অ>আঁ) নাসিক্যীভবন ; ড > ডা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

ডুমুর : উডুম্বর > ডুম্বর (আদিস্বর 'উ'-এর লোপ ; দ্ > ড্ : মূর্ধন্যীভবন) >ডুম্মর (ম্ব্ > ম্ম্ : সমীভবন ; ম্ম্ > ম্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ডুমর > ডুমুর : স্বরসঙ্গতি)।

ঢাক : ঢক্কা > প্রা ঢক্ক > বাং ঢাক (ক্ক্ > ক্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ঢ > ঢা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

তরশু (পরশু দিনের পরের দিন) : সং তিরঃ + শ্বঃ (তৃ + অসুন্ = তিরঃ = অন্তর্ধান। শ্বঃ = আগামী দিন। তিরঃশ্বঃ = আগামী দিন অন্তর্ধান করলে) > বাং তরশু (আগামী পরশুর পরের দিন অথবা গত পরশুর আগের দিন : অর্থবিস্তার)।

তিন : সং ত্রীণি > প্রা তিণ্ণি (ত্রীণি > *তির্‌ণি : ত্ + র্ + ঈ > ত + ই + র্ : বিপর্যাস ; তির্‌ণি = তিণ্ণি > তিণ্ণি : সমীভবন) > অপ তিণ্ণি > প্রা-বাং তীনি (ণ্ণ > ন্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > ম-বাং তিনি > আ-বাং তিন (নি > ন : শ্বাসাঘাতের অভাবে পদান্তিক স্বরলোপ)।

তিসি : সং অতসী (অতস + ঙীপ্) > তিসি (আদিস্বর অ-এর লোপ ; ত > তি : স্বরসঙ্গতি)।

তুরুক : তুর্ক > তুরুক্ক ('উ' স্বরাগম, ক্ > ক্ক্ : ব্যঞ্জনদ্বিত্ব) > তুরুক (যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ)।

তের / তেরো : সং ত্রয়োদশ (ত্রয় + দশন্ + ডট্) > প্রা তেরস (ত্র্ > ত্ : যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ত > তে : স্বরসঙ্গতি ; দ্ > র্ : রকারীভবন) > তেরহ স্ > হ্ : হকারীভবন) > অপ তেরঅ (হ্-এর লোপ) > বাং তের (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বরের লোপ) > তেরো (র > রো : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

তেরছা / তেরচা : তির্যক্ (তিরস্ + অনচ্ + ক্বিপ্) > তেরিচ্ছ (স্বরভক্তি :

ই-এর আগম) > তেরছা (রি > র্ : মধ্যস্বর লোপ ; চ্ছ্ > ছ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ছ > ছা : অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

তেহাই : ত্রিভাগিক > প্রা তেহাইঅ (ত্র্ > ত্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ত > তে : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; ভ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনির হ্-কারে পরিণতি ; গি>ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > বাং তেহাই (পদান্তিক উদ্‌বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ)।

থই (depth) : *স্তাঘিকা > প্রা-বাং থাহী > থই (ঘ্ = গ্ + হ্ ; হ্ = মহাপ্রাণতা ; স্ত্>ত্ যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; মহাপ্রাণতা অর্থাৎ হ্-এর বিপর্যাসের ফলে হ্-এসে ত্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার ফলে ত্ + হ্ = থ্ হয়েছে। গি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ। ক্ এবং আ-এর লোপ)। অই > ঐ : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরের যৌগিক স্বরে পরিণতি।

দলুই (পদবী) : সং দলপতি (দল্ + অচ্ = দল, পা + ডতি = পতি। দল + পতি = দলপতি)>প্রা দলবই (প্>ব্ : ঘোষীভবন ; তি>ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > অপ দলঅই (ব >অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > বাং দলুই (উদ্‌বৃত্ত স্বর অ-এর লোপের ফলে দলই। দলই > দলুই (অই > উই : আংশিক স্বরসঙ্গতি—উচ্চস্বর ই-এর প্রভাবে নিম্নমধ্য স্বর অ-এর উচ্চস্বর উ-কারে পরিণতি)।

দাঁত : সং দন্ত (দম্ + ক্ত) > দাঁত (ন্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

দাম : গ্রীক দ্রাখমে (drakhme = একপ্রকার মুদ্রা) > সং দ্রম্য > প্রা দম্ম (দ্র্ > দ্ : র্-এর লোপ ; ম্য > ম্ম : সমীভবন) > বাং দাম (ম্ম > ম্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। দাম = বিদেশী তদ্ভব শব্দ।

দারুণ : সং দারুণ (দৃ + ণিচ্ + উনন্)। দারুণ শব্দের মূল অর্থ ছিল দারুনির্মিত অর্থাৎ কাঠের তৈরী। তা থেকে 'কাঠের তৈরী জিনিসের মতো কঠিন' এই অর্থে আলঙ্কারিক প্রয়োগ হল। তা থেকে অর্থ দাঁড়ায় 'অত্যধিক কঠিন' এবং তা থেকে অর্থ দাঁড়ায় 'অত্যধিক' 'অতিশয়'। আলঙ্কারিক প্রয়োগের ফলে শব্দের অর্থসংক্রম হয়েছে।

দিঘি / দীঘি : সং দীর্ঘিকা (পুষ্করিণী) (দীর্ঘ + ক + টাপ্)> প্রা দিগ্‌ঘিআ (র্ঘ্ > গ্‌ঘ্ : সমীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > বাং দিঘি / দীঘি (গ্‌ঘ্>ঘ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; অন্ত্যস্বর আ-এর লোপ)।

দিশি : দেশি (সং দিশ্ + অল্ = দেশ। দেশ + ইন্ = দেশী > দেশি) > দিশি (এই > ইই : স্বরসঙ্গতি)।

দুই : সং দ্বে > প্রা দুবে (দ্বে > দুবে : মধ্যস্বরাগম) / দুবি (দ্বে > দুবি : মধ্যস্বরাগম ; এ > ই : আংশিক স্বরসঙ্গতি) > ম-বাং দুই : (বি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > আ-বাং দুই।

দুহিতা : সং দুহিতা (<দুহ্ + তৃচ্) > বাং দুহিতা (অর্থসংক্রম)।

দেউটি : সং দীপবর্তিকা (দীপ্ + ণিচ্ + অচ্ = দীপ ; বর্তক + টাপ্ = বর্তিকা ; দীপ + বর্তিকা = দীপবর্তিকা) > প্রা দিঅবট্টিআ (প > অ, কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; র্ত > ট্ট = মূর্ধন্যীভবন ও সমীভবন) > অপ দিঅবট্টিঅ (আ > অ : পদান্তিক স্বরধ্বনির ক্ষীণতা) > প্রা-বাং দিয়টি (অ > য় : য়-শ্রুতি ; ব-এর লোপ, ট্টি > টি : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; পদান্তিক অ-কারের লোপ) > দেউটি (ই > এ : স্বরের অসঙ্গতি ; য়-এর লোপ, অ > উ স্বরসঙ্গতি)।

দেউল : সং দেবকুল (দিব্ + অচ্ = দেব ; কুল্ + ক = কুল ; দেব + কুল = দেবকুল) > প্রা দেঅউল (ব > অ, কু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং দেউল (শব্দমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি অ-এর লোপ)।

দেউলে / দেউলিয়া : দেবকুলিক (দিব্ + অচ্ = দেব ; দেব + কুলিক = দেবকুলিক) > দেঅউলিঅ (ব>অ, কু>উ, ক>অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > দেউলিআ (মধ্যস্বর অ-এর লোপ ; অ>আ)>দেউলিয়া (য়-শ্রুতি) > দেউলে (য়-এর লোপ, ইআ > এ : সঙ্কোচন)।

দেড় : সং দ্বি-অর্ধ (দ্ব্ + ড = দ্বি ; ঋধ্ + ঘঞ্ = অর্ধ। দ্বি + অর্ধ = দ্ব্যর্ধ)> প্রা দিঅড্‌ঢ (দ্ব > দ : যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; র্ধ > ড্‌ঢ্ : মূর্ধন্যীভবন ও সমীভবন) > বাং দেড় (ইঅ > এ : সঙ্কোচন ; ড্‌ঢ্ > ড় : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)।

দেরখা : সং দীপবৃক্ষ (দীপ্ + ণিচ্ + অচ্ = দীপ। ব্রশ্চ্ + কস = বৃক্ষ। দীপ + বৃক্ষ = দীপবৃক্ষ) > প্রা দীবরুক্‌খ (প্ > ব্ : ঘোষীভবন ; বৃ > ঋ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ ; ঋ > উ ; ক্ষ্ > ক্‌খ্ : সমীভবন) > অপ দিঅরুক্‌খ (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > প্রা-বাং দিঅরুখা (ক্‌খ্>খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; উ > উ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বরাগম) > আ-বাং দেরখা (ই>এ : আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

দেরাজ : ইং ড্রয়ার (drawer) > বাং দেরাজ। ইংরেজী থেকে বাংলায় গৃহীত এটি একটি কৃতঋণ শব্দ (Loanword)। এটি এমন পরিবর্তিত হয়ে

থাটি বাংলা শব্দের রূপ লাভ করেছে যে মূল রূপটি থেকে এর পার্থক্য অনেক। একে স্বদেশীকৃত কৃতঋণ শব্দ (Naturalised/Adopted loanword) বলা যায়।

দেশলাই/দিয়াশালাই : সং দীপশলাকা (দীপ্ + ণিচ্ + অচ্ = দীপ, শল্ + আকন্ + টাপ্ = শলাকা ; দীপ + শলাকা = দীপশলাকা) > দীঅশলাআ (প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনির লোপ) > দীয়াশালাই (অ > য়া : য়-শ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি ; আ > ই : স্বরের অবনতি) > দেশলাই সঙ্কোচন : আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে শব্দ-মধ্যবর্তী আ-কারের লোপ)।

দোজ (দোজ বর) : সং দ্বিতীয় (দ্বি + তীয়) > প্রা দুইজ্জ (তী > ই : স্বর-মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; য় > জ্জ : তালব্যীভবন, ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব) > ম-বাং দুঅজ (জ্জ > জ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, ই > অ : স্বরসঙ্গতি) > আ- বাং দোজ ; (উ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি, অ-এর লোপ)।

ধার : সং উদ্ধার (উৎ + হৃ + ঘঞ্) > উধার (দ্ধ্ > ধ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > ধার (আদিস্বরলোপ)।

ধোঁয়াশা : ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা। এটি একটি জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word)। যখন একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য একটি প্রায় একই অর্থযুক্ত বা প্রায় সমান গুরুত্বসম্পন্ন শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে একটি নতুন শব্দ গঠন করা হয় তখন তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। 'ধোঁয়া' ও 'কুয়াশা' প্রায় একই রকম জিনিস। 'ধোঁয়া' শব্দের সঙ্গে 'কুয়াশা' শব্দের 'আশা' অংশটি যোগ করে গঠিত হয়েছে 'ধোঁয়াশা' শব্দ।

নট : সং নষ্ট (নশ্ + ক্ত) > প্রা নট্‌ঠ (ষ্ট্ > ট্‌ঠ্ : সমীভবন) > নট (যুগ্মব্যঞ্জন ট্‌ঠ্-এর মধ্যে একটির লোপ)। অথবা, নৃত্যক > নট্‌টঅ (ঋ-এর প্রভাবে ত্য-এর মূর্ধন্যীভবনের ফলে ত্য > ট্ট) > নট (যুগ্ম ব্যঞ্জন ট্‌ঠ্-এর মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ)।

নধর : সং নবধর (নু + অপ্ = নব ; ধৃ + অচ্ = ধর। নব + ধর = নবধর) > প্রা ণঅধর (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; (ন্ > ণ্ : মূর্ধন্যীভবন > নধর (অ-এর লোপ ; ণ্ > ন্ : দন্ত্যীভবন)।

নরুণ : সং নখহরণিকা (নৃ + খন্ + ড = নখ ; হৃ + ল্যুট্ (অনট্) = হরণ ; হরণ + ইকা = হরণিকা ; নখ + হরণিকা = নখহরণিকা) > প্রা নহহরণিঅ (খ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হকারে পরিণতি ; কা > আ > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ এবং পদান্তিক দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা) > নহরণী (হহ > হ : সমাক্ষর লোপ) > নরুন (হ-কারের লোপ ; র > রু : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; ণী > ন : দন্ত্যীভবন ও পদান্তিক স্বরলোপ)।

নাছদুয়ার : নাছ + দুয়ার = নাছদুয়ার। সং রথ্যা > প্রা রচ্ছা/লচ্ছা (থ্যা > চ্ছ : তালব্যীভবন ও সমীভবন ; র > ল : লকারীভবন) > বাং : নাছ (ল্ > ন্ ; চ্ছ > ছ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। দ্বার > দুবার (দ্ব্ > দুব্ : স্বরভক্তি) > দুয়ার (ব্-এর লোপ এবং য়-শ্রুতি)। সংস্কৃতে মূল শব্দ 'রথ্যা'র অর্থ ছিল 'রথ যাবার উপযুক্ত চওড়া পথ'। 'রথ্যা' থেকে আগত 'নাছ' শব্দের অর্থ হল 'বড় রাস্তার দিকে অবস্থিত দরজা অর্থাৎ সদর দরজা' (অর্থ-সংক্রম)। কিন্তু অন্তঃপুরের মেয়েদের পক্ষে সদর দরজা দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। তারা প্রধানত যাতায়াত করত খিড়কির দরজা দিয়ে ; তাদের কাছে খিড়কীর দরজাই ছিল সদর দরজা বা নাছ দুয়ার। সেই থেকে নাছদুয়ার শব্দের অর্থ হয়ে যায় খিড়কির দরজা বা পেছনের দরজা (অর্থসংক্রম)।

নাতি : সং নপ্তৃক (ন + পৎ + তৃচ্ + ক = নপ্তৃক) > প্রা ণত্তিঅ (ন্ > ণ্ : স্বতোমূর্ধন্যীভবন ; প্ত্ > ত্ত্ : সমীভবন ; ঋ > ই ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং নাতি (ত্ত > ত : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)

নিরিবিলি : সং নিরাবিল (নির্ + আ + বিল্ + ক) > নিরিবিলি (স্বর-সঙ্গতি)। মূল অর্থ ছিল আবিলমুক্ত অর্থাৎ কলুষমুক্ত। তা থেকে ক্রমে অর্থ পরিবর্তিত হয় ধাপে ধাপে : আবিলমুক্ত > নির্ঝঞ্ঝাট > কোলাহলমুক্ত > শান্ত, নির্জন (অর্থসংক্রম)।

নিশ্চুপ : নিশ্চল + চুপ = নিশ্চুপ (জোড়কলম শব্দ)।

নেওটা : সং স্নেহবৃত্ত (স্নিহ্ + ঘঞ্ = স্নেহ ; বৃৎ + ক্ত = বৃত্ত ; স্নেহ + বৃত্ত = স্নেহবৃত্ত) > প্রা *ণেহবট্ট (স্ন্ > ন্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ন > ণ : মূর্ধন্যীভবন ; বৃত্ত > বট্ট : ঋ-এর প্রভাবে ত্ > ট্ : মূর্ধন্যীভবন) > ণেহঅট্ট (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > নেওটা (হ > অ : হ-এর লোপ ; অঅ > অ : সমাক্ষর লোপ ; অ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; ট্ট > ট : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ > আ : স্বর দৈর্ঘ্য)।

নেয়াপাতি : সং স্নেহক পাতিত > *নেঅঅ পাতিঅ (স্ন্ > ন্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; হ > অ : হ-কারের লোপ : ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; পাতিত > পাতিঅ : (ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > নেয়াপাতি (য়-শ্রুতি ; অঅ > আ : সন্ধি ; পদান্তিক উদ্বৃত্ত স্বর অ-এর লোপ)। অথবা, স্নেহপ্রাপ্ত > নেয়াপাতি।

পড়শী/পড়শি : সং প্রতিবেশী (প্রতি + বিশ্ + ণিন্) > পডিএসি (প্র > প : র-কার লোপ ; ত্ > ড্ : র্-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন ; (বে > এ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন) > পড়্‌শী (ড়ি > ড়্ : মধ্যস্বর লোপ ; 'এ' লোপ ; স্ > শ্ : তালব্যীভবন)।

পনর/পনের/পনেরো : সং পঞ্চদশ (পঞ্চ + দশন্ + ডট্ = পঞ্চদশ) > প্রা পন্নরস/পন্দরস (ঞ্চ্ > ন্ন্ : দন্ত্যীভবন ও সমীভবন ; দ্ > র্ : রকারীভবন ; শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন ; ঞ্চ > ন্দ > দন্ত্যীভবন) > অপ পন্নরহ (স্ > হ্ : হ-কারীভবন) > বাং পনর (ন্ন্ > ন্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, হ-কারের লোপ) > পনেরো (এঅ > এও : আংশিক স্বরসঙ্গতি) ।

পয়লা/পহেলা : প্রথমিল (সং প্রথ্ + অমচ্ = প্রথম ; প্রথম + ইল = প্রথমিল) > পর্ধমিল্ল (খারবেল অনুশাসন) (প্র > প : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; থ > ধ : ঘোষীভবন ; ল > ল্ল : ব্যঞ্জনদ্বিত্ব) > প্রা-বাং পহিলে (ধ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি ; ম্-এর লোপ ; হ > হ : অ-কারের লোপ ; হ্ + ই = হি ; ইঅ > ইএ : আংশিক স্বরসঙ্গতি) > পহেলা > পয়লা (হ-এর লোপ ; য়-শ্রুতি ; এ-কারের লোপ) ।

পাঁজি : সং পঞ্জিকা (পঞ্জি + ক + টাপ্) > *পঞ্জিআ (কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > পাঁজি (ঞ্ > জ্ : নাসিক্যব্যঞ্জনের লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বর অ > আঁ নাসিক্যীভবন ও ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) । ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'অর্বাচীন সংস্কৃতের 'পঞ্জিকা' শব্দটির মূল হল—স. প্রপঞ্চ (মানে বিস্তার, ব্যাখ্যা) + ইক, *প্রপাঞ্চিকা > প্রাকৃত প্রভাবে অর্বাচীন সংস্কৃতে পঞ্জিকা ।' পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, বৈশাখ, ১০৯৫)

পাথর : সং প্রস্তর (প্র + স্তৃ + অচ্) > প্রা পত্থর (স্ত্ > ত্থ্ : সমীভবন) বাং পাথর (ত্থ্ > থ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) ।

পান : সং পর্ণ (পৃ + ন) > প্রা পন্ন (র্ণ্ > ন্ন : সমীভবন) > বাং পান (ন্ন > ন : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ এবং মূর্ধন্য ধ্বনির দন্ত্যীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) ।

পালঙ্ক : সং পর্যঙ্ক (পরি + অঙ্ক্ + ঘঞ্) > পারঙ্ক (র্য > র্ : যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; র্ > ল্ : ল-কারীভবন ; প > পা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > পালঙ্ক (ল > ল্ : মধ্যস্বরলোপ ; ক > কি : অ-কারের লোপ ও অন্ত্যস্বর ই-কারের আগম) ।

পালা : সং পর্যায় (পরি + ইণ + ঘঞ্) > *পর্য্য (র্য্ > র্য্ : সমীভবন) প্রা পল্লয় (র্ > ল্ : লকারীভবন) > অব পাল্লা (অয় > আ : সন্ধি) > বাং পালা (ল্ল্ > ল্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) । ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাংলায় শব্দটি এসেছে হিন্দী হয়ে—হিন্দী পাল্লা > বাং পালা ।

পিরীতি : সং প্রীতি > পিরীতি (প্রী = প্ + র্ + ঈ > পিরী = প্ + ই + র্ + ঈ : বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : ই-এর আগম । পিরীতি > পিরীত : অর্থাবনতি ।

পিলে (ছেলে-পিলে) : তামিল পিল্লৈ (শাবক) > সং পিল্লিক > প্রা *পিল্লিঅ (ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > পিলুঅ (ল্ল্ > ল্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; ই > উ : স্বরধ্বনির বিষমীভবন) > বাং পিলে (উ > এ : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ) । 'পিলে' একটি বিদেশী তদ্ভব শব্দ ।

পিসি : সং পিতৃস্বসৃকা (পিতৃ + সু + অস্ + ঋন্ + কা) > প্রা পিউস্সিআ (ত্-এর লোপ ; ঋ > উ ; স্ব্ > স্স্ : সমীভবন ; ঋ > ই ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ পিউসিঅ (স্স-এর লোপ ; আ > অ : পদান্তিক স্বরের হ্রস্বতা) > পিসি (উ-এর লোপ, অ-এর লোপ) ।

পীলা : প্লীহা (< সং প্লীহন্ = প্লী + কনিন্) > পীলহা (ল্ + ঈ > ঈ + ল্ : বিপর্যাস) > পীলা (হ্-এর লোপ) ।

পুঁথি : সং পুস্তিকা (পুস্ত্ + অচ্ + কন্ + আপ্) > প্রা পুত্থিআ (স্ত্ > ত্থ্ : সমীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > পুথি (ত্থ্ > থ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; পদান্তিক স্বর আ-এর লোপ) > পুঁথি (পু > পুঁ : স্বতোনাসিক্যীভবন) ।

পেঁপে : পোর্তুগীজ পাপাইয়া > পাইপা (ই-এর দূরস্থ বিপর্যাস ; য়া-এর লোপ) > পেপে (আইআ > এএ : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; পেঁ : স্বতোনাসিক্যীভবন) ।

পৈঠা / পৈঁঠা : সং প্রতিষ্ঠা (প্রতি + স্থা + অঙ্ + টাপ্) > পইট্‌ঠা (প্র > প : র-কারের লোপ ; তি > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; ষ্ঠ্ > ট্ঠ্ : সমীভবন) > পইঠা (ট্ঠ্ > ঠ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > পৈঠা (অই > ঐ : পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনির যৌগিক স্বরে রূপান্তর) > পৈঁঠা (স্বতোনাসিক্যীভবন) ।

পৈতা / পৈতে : সং উপবীত (উপ + ব্যে + ক্ত) > উপঅইত (আদিস্বর 'অ'-এর লোপ ; প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ ; বী > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > পৈতা (অঅ > অ : সমাক্ষরলোপ ; অই > ঐ : পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্বরধ্বনির যৌগিক স্বরে রূপান্তর ; ত > তা : অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > পৈতে (ইআ > ইএ : আংশিক স্বরসঙ্গতি) ।

পো : সং পুত্র (পু + ক্ত = পুত্র ; অথবা পুৎ + ত্রৈ + ড = পুত্র) > প্রা পুত্ত (ত্র > ত্ত : সমীভবন) > অপ পুঅ (ত্ত > ত : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ত > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং পো (উঅ > ও : সঙ্কোচন) ।

পোলা : সং পোতক (পূ + তন্ — পোত। পোত + ক — পোতক) (— বালক) > পোডঅ (ত্ > ড্ : মূর্ধন্যীভবন ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > পোলঅ (ড্ > ল্ — লকারীভবন ; অ + অ > আ)।

ফাক / ফাঁক : সং ফক্কিকা (ফক্ক্ + ঘল্ + টাপ্) > ফক্কিআ (কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ফাকি (ক্ক > ক : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ফ > ফা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বর আ-এর লোপ) > ফাঁকি (স্বতোনাসিকীভবন)।

ফাগ : সং ফল্গু (ফল্ + গুক্) > প্রা ফগ্গু (ল্গ্ > গ্গ্ : সমীভবন) > অপ ফগ্গু > বাং ফাগু (গ্গ্ > গ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > ফাউগ্ (অপিনিহিতি) > ফাগ (মধ্যস্বর উ-এরলোপ)।

ফিরিঙ্গি : ফ্রাঙ্ক্ > ফেরান্গ্ (ফ্রা > ফেরা : স্বরভক্তি ; ক্ > গ্ : ঘোষীভবন) > ফেরাঙ্গী > ফিরিঙ্গি (এআই > ইইই : স্বরসঙ্গতি)।

ফেউ : সং ফেরু (একরকমের শৃগাল) (ফে + রু + ডু) > বাং *ফেউর (রু — র্ + উ > উ + র্ : বিপর্যাস) > ফেউ (অন্ত্যব্যঞ্জন র্-এর লোপ)।

বড়্দা : বড়দাদা > বড়্দা (সমাক্ষর লোপ)।

বর (groom) : সং বর (বৃ + অপ্) > বাং বর। বৈদিক ভাষায় 'বর' শব্দটির মানে ছিল 'কন্যা-নির্বাচনকারী' ; তারপরে শব্দটির অর্থ কিঞ্চিত পরিবর্তিত হয়েছে ধাপে ধাপে এইভাবে—কন্যা-নির্বাচনকারী বিবাহার্থী (অর্থসংক্রম) > বিবাহার্থী (অর্থবিস্তার) > সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি (অর্থসংক্রম) > পতি (অর্থবিস্তার)।

বাইশ : সং দ্বাবিংশ (দ্বি + বিংশতি) প্রা বাবীস (দ্ব > ব : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ং-এর লোপ ; শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন) > অপ বাইস (বী > ই : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাং বাইশ (স্ < শ্ : তালব্যীভবন)।

বাঘ : সং ব্যাঘ্র (বি + আ + ঘ্রা + ক) > প্রা বাগ্ঘ (ব্যা > বা : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ঘ্ > গ্ ঘ্ : যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন) > বাঘ (গ্ঘ্ > ঘ্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ) > বাগ্ অন্ত্য মধ্য বাংলা থেকেই পদান্তিক মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্প প্রাণ উচ্চারিত হতে থাকে।

বাছুর : সং বৎসরূপ (বদ্ + স) > বচ্ছরুঅ (ৎস্ > চ্ছ : অন্যোন্য সমীভবন ; প > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বাছুর (চ্ছ্ > ছ্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ব > বা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

বাড়ন্ত : মূল অর্থ 'বৃদ্ধিশীল'। কিন্তু সুভাষণের (euphemism) ফলে এর আসল অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হ্রাসপ্রাপ্ত' বা 'শূন্য'। এখানে অর্থসংক্রম হয়েছে।

বাঁদর : সং বানর (বান + রা + ক) > প্রা-বাং বান্দর > (ন্ > ন্দ্ : দ্-শ্রুতি) > বাঁদর (ন্-এর লোপ এবং তার প্রভাবে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

বাপ : সং বপ্র (বপ্ + রন্) > প্রা বপ্প (প্র্ > প্প্ : সমীভবন) > বাং বাপ (প্প্ > প্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

বাবা : ফারসী বাবা > বাং বাবা — ফারসী থেকে বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (loanword)।

বার / বারো : সং দ্বাদশ (দ্বাদশন্ + ডট্) > আদি প্রা দ্বাদস (শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন) > প্রা বারহ (দ্ব্ > ব্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; দ্ > র্ : রকারীভবন ; স্ > হ্ : হকারীভবন) প্রা-বাং, ম-বাং বারহ > আ-বাং বার (হ-কারের লোপ) > বারো।

বাসর : বাসগৃহ > বাসঘর (গৃহ > ঘর : 'ঘর' শব্দ দ্রষ্টব্য) > বাসহর (ঘ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি) > বাসর (হ-এর লোপ)।

বাহান্ন : সং দ্বাপঞ্চাশৎ > প্রা বাবন্নাহ (দ্ব্ > ব্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; প্ > ব্ : সমীভবনের ফলে ঘোষীভবন ; ঞ্চ্ > ন্ন্ > দন্ত্যীভবন ও সমীভবন ; শ্ > হ্ : হকারীভবন ; অন্ত্যব্যঞ্জন ত্-এর লোপ) > ম-বাং বায়ান্ন (ব > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ এবং তারপর য়-শ্রুতি ; পদান্ত ব্যঞ্জন হ-এর লোপ) > আ-বাং বাহান্ন (য়্-এর লোপ ; হ্-শ্রুতি)।

বিজলি : সং বিদ্যুৎ (বি + দ্যুৎ + ক্বিপ্) > প্রা বিজ্জু (অন্ত্যব্যঞ্জন ৎ-এর লোপ ; দ্য > জ্জ্ — সমীভবন) > অপ বিজ্জু > বাং বিজলী (জ্জ্ > জ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে রূপান্তর ; স্বার্থিক লী প্রত্যয়ের যোগ)।

বিট্‌লে : ইংরেজী বীট্‌ল্ (Beetle) (— গোবরে পোকা, বোকা, বদমাশ) > বাং বিট্‌লে (বেঁটে, বদমাশ, বিচ্ছু) (অর্থসংক্রম)। ইংরেজী থেকে বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (Loanword)।

বিয়ে / বিবাহ : সং বিবাহ (বি + বহ্ + ঘঞ্) > *বিআহ (বা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > বিয়া (পদান্তিক হ-এর লোপ) > বিয়ে (আ > এ : আংশিক স্বরসঙ্গতি)। আগেকার দিনে আদিম সমাজে কন্যা অপহরণ করে পুরুষেরা বহন করে নিয়ে যেত ; 'বিবাহ' শব্দের মূল অর্থ—বিশেষরূপে বহন করা। এখন অর্থ হয়েছে 'পরিণয়-বন্ধন' (অর্থসংক্রম)।

বেনারস (Benaras) : সং বারাণসী (বরুণা + অসী) > বেনারস (আআ > এআ : স্বরের বিষমীভবন ; সী > স্ : অন্ত্যস্বর লোপ ; রূণ্ > ন্র্ : বিপর্যাস)।

বেয়াড়া : ফারসী বী + রাহ (রাহ — পথ) > বিরাহ > *বিহরা (র্হ > হ্র : বিপর্যাস) > বেয়াড়া (ই > এ : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; হ-এর লোপ ও য়-শ্রুতি ; অ > আ ; র > ড় : মূর্ধন্যীভবন, কম্পিত ধ্বনির তাড়িত ধ্বনিতে রূপান্তর)।

বেহুলা : সং বিপুলা > প্রা বিউলা (পু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > বিহুলা (উ > হু : হ-শ্রুতি) > বেহুলা।

বোঁচকা : তুর্কী বুগ্‌চা / বুকচা (buχcah) > বাং বোঁচ্‌কা (ব্‌ > বঁ্‌ : স্বতোনাসিক্যীভবন ; উ > ও : আংশিক স্বরসঙ্গতি ; কচ্‌ > চ্‌ক্‌ : বিপর্যাস)।

বোন : সং ভগিনী (ভগ + ইন্‌ + ঈপ্‌) > বহিনী (ভ্‌ + অ + গ্‌ + ই + ন্‌ + ঈ — ব্‌ + হ্‌ + অ + গ্‌ + ই + ন্‌ + ঈ > ব্‌ + অ + গ্‌ + হ্‌ + ই + ন্‌ + ঈ : মহাপ্রাণতার (হ্‌-এর) বিপর্যাস) > বহিনী (ঘ্‌ > হ্‌ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির হ-কারে পরিণতি) > বহিন (অন্ত্যস্বর ঈ-এর লোপ) > বইন (হ্‌-এর লোপ) > বন (ই-এর লোপ) > বোন।

ভাই : সং ভ্রাতৃক (ভ্রাজ্‌ + তৃচ্‌ + ক) > প্রা ভাইঅ (ভ্র্‌ > ভ্‌ : যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ; তৃ > ই : ত্‌-এর লোপ এবং ঋ-কারের ই-কারে পরিণতি ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > ভাই (অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

ভাজ : সং ভ্রাতৃজায়া (ভ্রাজ্‌ + তৃচ্‌ — ভ্রাতৃ : জন্‌ + যক্‌ + টাপ্‌ — জায়া ; ভ্রাতৃ + জায়া — ভ্রাতৃজায়া) > প্রা ভাউজ্জাঅ (ভ্র্‌ > ভ্‌ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; তৃ > উ : ত্‌-এর লোপ এবং ঋ-কারের উ-কারে পরিণতি ; জ > জ্জ : ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ; য়া > অ : য়-এর লোপ এবং অন্ত্যস্বরের হ্রস্বতা) > অপ ভাউজ্জাঅ (জ্জ্‌ > জ্‌ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > বাং ভাউজ (অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ ; জা > জ : দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা) > ভাজ (মধ্যস্বর উ-এর লোপ)।

ভাত : সং ভক্ত (ভজ্‌ + ক্ত) > প্রা ভত্ত (ক্ত্‌ > ত্ত্‌ : সমীভবন) > অপ ভত্ত > বাং ভাত (ত্ত্‌ > ত্‌ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)। মূল সংস্কৃতে 'ভক্ত' শব্দে 'ভক্তিযুক্ত' এবং 'অন্ন' দুই বোঝাতো, এখন শুধু চাল থেকে তৈরী অন্নবিশেষ বোঝায় ; সংস্কৃত থেকে বাংলায় এখানে অর্থসঙ্কোচ হয়েছে। আবার বাংলায় যখন বলা হয় 'ভাতে মারা' তখন শুধু চাল থেকে তৈরী বিশেষ অন্নই বোঝায় না, যে-কোনো অন্নই বোঝায়। তখন অর্থবিস্তার হয়।

ভাপ : সং বাষ্প্‌ > প্রা বপ্‌ফ (ষ্প্‌ > প্‌ফ্‌ : সমীভবন) > অপ বপ্‌ফ > বাং ভাপ (ব্‌ + অ + প্‌ + ফ্‌ + অ — ব্‌ + অ + প্‌ + প্‌ + হ্‌ + অ > ব্‌ + হ্‌ + আ + প্‌ : মহাপ্রাণতার বিপর্যাস ও অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

ভাল / ভালো : সং ভদ্রক (ভদ্‌ + রক্‌ + ক) > প্রা ভল্লঅ (দ্র > ল্ল : লকারীভবন ; দ্র > দ্ল > ল্ল : সমীভবন ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ ভল্লঅ > বাং ভাল (ল্ল্‌ > ল্‌ যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ) > ভালো।

ভিমরুল : ভৃঙ্গরোল (ভৃ + গন্‌ — ভৃঙ্গ। রু + লচ্‌ — রোল। ভৃঙ্গ + রোল — ভৃঙ্গরোল) > ভিঙ্গরুল (ঋ > ই ; ও > উ) > ভিমরুল (ঙ্গ্‌ > ঙ্‌ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ঙ্‌ > ম্‌ : সমীভবন)।

ভেক : সং ভৈক্ষ্য (ভিক্ষা + অণ্‌ ষ্যঞ্‌) > *ভেক্‌খ (ঐ > এ : যৌগিক স্বরের একক স্বরে পরিণতি ; ক্ষ > ক্‌খ্‌ : সমীভবন) > ভেখ (ক্‌খ্‌ > খ্‌ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন) > ভেক (খ্‌ > ক : অল্পপ্রাণীভবন)।

মচ্ছ : সং মর্ত্য (মৃ + তন্‌ — মর্ত। মর্ত + যৎ — মর্ত্য) > প্রা মচ্চ (র্ত্য > চ্চ : অন্যোন্য সমীভবন) > ওড়িয়া মচ্ছ (চ্চ > চ্ছ : বিষমীভবন), বাং মচ্ছ।

মড়া : সং মৃত (মৃ + ক্ত) > প্রা মট/মড (ঋ > অ ; ত্‌ > ট্‌ : ঋ-এর প্রভাবে ত্‌-এর মূর্ধন্যীভবন : ট্‌ > ড্‌ : ঘোষীভবন) > অপ মড > প্রা-বাং মড়া (অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন) > আ-বাং মড়া।

মনোরথ : সং মনোঽর্থ > মনোরথ (র্থ — র্‌থ > রথ — র্‌ + অ + থ্‌ + অ : বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি)।

ময়দা : গ্রীক সেমিদালিস্‌ (semidalis — ময়দা) > সং, প্রা সমিতা > মিদা (স-এর লোপ, ত্‌ > দ্‌ : ঘোষীভবন) > ময়দা (ই-কারের অকারে রূপান্তর ; য়-শ্রুতি)। ময়দা — বিদেশী তদ্ভব শব্দ।

মা : সং মাতৃ > মাতা > প্রা মাআ (তা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ মাআ > বাং মা (অন্ত্যস্বরের লোপ)।

মাইরি : মারিয়া (Maria > Mary) > মাইরি (খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা যীশুর মাতা মেরির নামে শপথ গ্রহণ করে। সেই থেকে বাংলায় দিব্যি অর্থে মাইরি শব্দ প্রচলিত)। অর্থসংক্রম।

মাছ : সং মৎস (মদ্‌ + স কর্তৃবা) > প্রা মচ্ছ (ৎস্‌ > চ্ছ্‌ : অন্যোন্য সমীভবন) > মাছ (চ্ছ্‌ > ছ্‌ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বর অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

মাটি : সং মৃত্তিকা (মৃদ্‌ + তিকন্‌ + টাপ্‌) > প্রা মাট্টিআ (ঋ > অ ; ত্ত্‌ > ট্ট্‌ : ঋ-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ মট্টিঅ (আ > অ : অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > বাং মাটি (ট্ট্‌ > ট্‌ : যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে রূপান্তর ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

মালপোয়া : হিন্দী মালপুয়া > বাং মালপোয়া।

মাসি/মাসী : সং মাতৃস্বসৃকা (মাতৃ + স্বসৃ) > প্রা মাউস্সসিআ (তৃ > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ এবং ঋ-এর উ-কারের রূপান্তর ; স্ব > স্স : সমীভবন ; সৃ > সি : ঋ-এর ই-কারে রূপান্তর ; কা > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ এবং পদান্তিক স্বরের হ্রস্বীভবন) অপ মাউসিঅ (সৃসি > সি : সমাক্ষর লোপ) > বাং মাসি/মাসী (মধ্যস্বর উ-এর লোপ ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

মিনতি : আরবী মিন্নৎ + সং বিজ্ঞপ্তি = বাং মিনতি। জোড়কলম শব্দ।

মেজো : সং মধ্যক > মজ্ঝঅ (ধ্য > জ্ঝ : সমীভবন ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ > মেজো জ্ঝ > জ, যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে রূপান্তর ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

মৌ : সং মধু > প্রা মহু (ধু > হু : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি) > অপ মহু > বাং মউ : হু > উ : হ-কারের লোপ) > মৌ (অউ > ঔ : পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরের যৌগিক স্বরে পরিণতি)।

মৌমাছি (মৌ + মাছি) : সং মধুমক্ষিকা > মৌমাছি। মধু > মহু > মউ (ধু > হু : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি ; হু > উ : হ-কারের লোপ) > মৌ (অউ > ঔ : পাশাপাশি অবস্থিত দুইস্বরের যৌগিক স্বরে পরিণতি)। মক্ষিকা > প্রা মাচ্ছিআ (ক্ষ > চ্ছ : তালব্যীভবন ও সমীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ মচ্ছিঅ (আ > অ : অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > বাং মাছি (চ্ছ > ছ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

রাখাল : সং রক্ষপাল > প্রা রক্খআল (ক্ষ > ক্খ : সমীভবন ; পা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ রক্খআল > বাং রাখাল (ক্খ > খ : যুগ্মব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে রূপান্তর ; র > রা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; খ + আ = খা = সন্ধি)।

রাঢ় : সং ঋদ্ধ (ঋধ্ > র্ধ) (অর্থাৎ সমৃদ্ধ > শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল) > *রদ্ধ (ঋ > র, যেমন—বৃক্ষ > রচ্ছ) > বাং রাঢ় (দ্ধ > ধ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; র > রা : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; ধ > ঢ় : র-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন)। ডঃ সুকুমার সেন 'রাঢ়' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন অন্য-ভাবে। তিনি লিখেছেন—"অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ, বাংলাতেও চলিত। মানে গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলবিশেষ, রাঢ়ভূমি। শব্দটি এসেছে স. রঞ্জ-ধাতু থেকে (মানে রঞ্জিত হওয়া, লাল হওয়া)। প্রাক্ ভারতীয় *রঝ্ + -ত > স. রাঢ়। রাঢ় মানে লাল মাটির দেশ।" পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, বৈশাখ, ১০৯৬)। সংস্কৃতে রাঢ = রহ + ক্ত (A Tri-lingual Dictionary, Compiled by Dr.

Gobindagopal Mukhopadhyay and Dr. Gopikamohan Bhattacharya).

রান্না : সং রন্ধন (রধ্ + ল্যুট্) > প্রা *রন্ধন > + *রান্ধন ; রান্ধন + আ = রান্ধনা > বাং রাধনা (ন্ধ > ধ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন) > রাধ্না (আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে মধ্যস্বর লোপের ফলে ন্ধ > ধ : ব্যক্ষরতা)।

রিঠা : সং অরিষ্ট (ন + রিষ্ট = অরিষ্ট) > প্রা অরিট্ঠ (ষ্ট > ট্ঠ : সমীভবন) > রিট্ঠ (আদিস্বর লোপ) > অপ রিট্ঠ > বাং রিঠা (ট্ঠ > ঠা : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; ঠ > ঠা : অন্ত্যস্বরের দীর্ঘীভবন)।

রুজু : সং ঋজু (ঋজ্ + কু) > রুজু (ঋ > রু, যেমন—মৃগ > মৃগ, অমৃতাঞ্জন > অমৃতাঞ্জন)।

রেড়ি : সং এরণ্ড (ঈর্ + অণ্ড) > রেণ্ড (আদিস্বর লোপ) > রেড়ি (ণ্ড > ড় : সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন, ড় > ড়ি : অন্ত্যস্বরাগম)।

রোজা : ওঝা > রোজা (আদি ব্যঞ্জনাগম)। ('ওঝা' দ্রষ্টব্য)।

লাউ : সং অলাবু (ন + লব্ + উ) > প্রা লাউ (আদিস্বর অ-এর লোপ ; বু > উ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ > লাউ > বা লাউ।

লাট : ইংরেজী লর্ড (Lord) > লাট (র্-এর লোপ ; অ > আ : র-এর লোপের ফলে পূর্বস্বরের ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন, ড় > ট : অঘোষীভবন)। ইংরেজী থেকে বাংলায় গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (Loanword)। লর্ড্ শব্দটি বাংলায় এমন পরিবর্তিত রূপ (লাট) লাভ করেছে যে একে খাঁটি বাংলা শব্দ বলেই মনে হয়। এই ধরনের শব্দঋণকে বলে স্বদেশীকৃত ঋণ (Naturalised/Adopted Loan)।

লেডিকেনি : ইংরেজি লেডিক্যানিং (Lady Canning) > লেডিকেনি। লেডি ক্যানিং-কে আপ্যায়ন করার জন্যে যে মিষ্টান্ন উদ্ভাবিত হয়েছিল তার নাম হল লেডিকেনি। ব্যক্তির নাম থেকে মিষ্টান্নের নাম—এখানে অর্থসংক্রম হয়েছে। কারো-কারো মতে এটা অর্থবিস্তারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এটা অর্থসংক্রম।

শাশুড়ী/শাশুড়ি : সং শ্বশ্রূ (শ্বশুর + ঊঙ) > প্রা সস্সূ (শ্ব > স : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; শ্রূ > স্সূ : সমীভবন ও দন্ত্যীভবন) > সাসু (স্সু > সু : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; স > সা ; ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন) > শাশ (সু > শ : অন্ত্যস্বর লোপ ও তালব্যীভবন ; সা > শা : তালব্যীভবন) > । শাশ + উড়ী/উড়ি = শাশুড়ী / শাশুড়ি।

শাসমল (পদবী) : সং সহস্রমল্ল > সঅস্সমল্ল (হ > অ : হ-কারের লোপ ; স্র > স্স : সমীভবন) > শাসমল (স + অ = সা : সন্ধি) > শা : তালব্যীভবন ; ল্ল > ল যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)।

শিউলী : সং শেফালিকা > সেহালিআ (শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন ; ফ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি ; কা > আ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > *সেআলিআ (হ-কারের লোপ) > শিউলী (স্ > শ্ ; তালব্যীভবন ; এ > ই, আ > উ : স্বরসঙ্গতি ; অন্ত্যস্বর আ-এর লোপ)।

শিখ : সং শিষ্য (শাস্ + ক্যপ্) > শিক্‌খ (ষ্য > ক্‌খ্ : অন্যোন্য সমীভবন) > শিখ (ক্‌খ্ > খ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)।

শিঙাড়া : শৃঙ্গাতক / শৃঙ্গাটক (শৃঙ্গ + অট + অণ্ + কন্) > প্রা সিঙ্গাটক (ঋ > ই ; ত্ > ট্ : মূর্ধন্যীভবন) > সিঙ্গাডঅ (ট্ > ড্ : ঘোষীভবন ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > সিঙাড়া (ড + অ = ডা : সন্ধি ; ডা > ড়া)।

শী : সং সিংহ > প্রা সীহ > সী (হ-কারের লোপ) বং শী (তালব্যীভবন)।

ষোল : সং ষোড়শ (ষোড়শন্ + ডট্) > প্রা সোলস (ষ্ > স্, শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন ; ড়্ > ল্ : লকারীভবন) > সোলহ (স্ > হ্ : হকারীভবন > বাং ষোল (পদান্ত ব্যঞ্জন হ-কারের লোপ ; স্ > ষ্ মূর্ধন্যীভবন)।

সতিন : সং সপত্নী (সহ + পতি + ঙীপ্) > সবত্তী (প্ > ব্ : ঘোষীভবন ; ত্ন > ত্ত্ : সমীভবন) > সতিন (ব-এর লোপ ; ত্ত্ > ত্ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অন্ত্যব্যঞ্জন ন্-এর আগম)।

সন্দেশ : সং সন্দেশ (সম্ + দিশ্ + ঘঞ্)। মূল অর্থ 'যা সম্যক্‌রূপে দিক্-নির্দেশ দেয়' ; তা থেকে অর্থ দাঁড়ায় 'যা সঠিক জিনিস জানায়' অর্থাৎ 'খবর' বা 'সংবাদ'। যে ব্যক্তি খবর নিয়ে যেত সে আত্মীয়ের বাড়ী কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেত। এই অনুষঙ্গের সূত্রে সন্দেশের অর্থ দাঁড়ায় 'মিষ্টান্ন' (অর্থসংক্রম)। তখন যে কোনো রকমের মিষ্টান্ন বোঝাত। ক্রমে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এখন শুধু বিশেষ এক ধরনের মিষ্টান্নকে বোঝায়। এখন অর্থসঙ্কোচ হয়েছে।

সমঝোতা : হিন্দী সমঝৌতা > বাং সমঝোতা (ঔ > ও : যৌগিক স্বরের একক স্বরে রূপান্তর)। এটি হিন্দী থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দ (Loanword)।

সাঁই : সং স্বামী > সাঁই (স্ব্ > স্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; ম্-এর লোপ এবং তার ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; আঈ > আই : পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্বরের যৌগিক স্বরে রূপান্তর)।

সাঁওতাল : সামন্তপাল > সাঁঅন্তআল (ম-এর লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবনের ফলে সা > সাঁ ; পা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > সাঁওতাল (সাঅ > সাও ; ন্ত্ > ত্ ; যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; অ + আ = আ : সন্ধি)।

সাঁকো : সং সংক্রম (সম্ + ক্রম্ + ঘঞ্) > প্রা সংকম (ক্র্ > ক্ : যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন) > অপ সংকর্ব > প্রা-বাং সাঙ্কম / সাঙ্কর > আ-বাং সাঁকো (ঙ্ক > ক : নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ) > স > সাঁ : নাসিক্যীভবন ও ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

সাঁড়াশি / সাঁড়াশী : সং সংদংশিকা > প্রা সণ্ডংসিআ (ংদ = ণ্ড > ণ্ড : মূর্ধন্যীভবন ও সমীভবন ; শ্ > স্ : দন্ত্যীভবন ; কা > আ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ সণ্ডংসিঅ (আ > অ : অন্ত্যস্বরের হ্রস্বীভবন) > বাং সাঁড়াশি (ণ্ড > ড় : ণ-এর লোপ ও তার ফলে যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ; স > সাঁ ; ণ-এর লোপের ফলে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন ; স্ > শ্ : তালব্যীভবন ; অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ)।

সাঁতরা : (পদবী) : সং সামন্তরাজ > প্রা সামন্তরাঅ (জ > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ সাবঁন্তরাঅ (ম > বঁ) প্রা-বাং সাবঁন্তরা (অন্ত্যস্বর অ-এর লোপ) > সাঁতরা (ব-এর লোপ ; স > সঁ : নাসিক্যীভবন)।

সিঁথি : সং সীমন্তিকা > প্রা সীমন্তিআ (কা > আ ; স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > অপ সিঁঅন্তিঅ (ম > অ : নাসিক্যব্যঞ্জনের লোপ ও তার ফলে সী > সিঁ : পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন) > সিঁথি (অ, ন্, অ-এর লোপ ; ত্ > থ্ : স্বতোমহাপ্রাণীভবন)।

সিমাই : গ্রীক সেমিদালিস্ (semidalis = ময়দা) > সং, প্রা সমিতা > বাং সিমুই > সিমাই। বিদেশী তদ্ভব শব্দ।

সুড়ঙ্গ : গ্রীক সুরিংক্‌স্ (surinks) > সং প্রা সুরুঙ্গ / সুরঙ্গ > বাং সুড়ঙ্গ (ংক = ঙ্ক্ = ঙ্গ = ঙ্গ্ : ঘোষীভবন ; রি > র ; অন্ত্যব্যঞ্জন স্-এর লোপ)। বিদেশী তদ্ভব শব্দ।

সুন্দর : বৈদিক সূনর ('সমৃদ্ধ') > সং সুন্দর ('সুশ্রী') (ন > ন্দ : দ-শ্রুতি) (অর্থ সংক্রম)।

সেকরা / স্যাকরা : আরবী সিক্‌কাহ > সিক্কা (= মুদ্রা, মুদ্রার ছাপ) > সেক্য। সেক্য + কার = সেক্যকার > সেক্ককার (ক্য > ক্ক্ : সমীভবন) > * সেক্কআর (কা > আঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > সেক্কার (ক্ক + আ = ক্কা : সন্ধি) > সেকরা (ক্ক > ক যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটির লোপ, র > রা : অন্ত্যস্বর অ-এর দীর্ঘীভবন) > স্যাকরা।

সেজো : ফারসী সিহ্ > সে (= তৃতীয়) + জ = সেজ > সেজো (এঅ > এও : আংশিক স্বরসঙ্গতি)। সং মধ্যক > মজ্‌ঝঅ (ধ্য > জ্‌ঝ্ : সমীভবন ; ক > অ : স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > মেজো (জ্‌ঝ > জ : যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, অন্ত্যস্বর (অ) লোপ। 'মেজো' শব্দের সাদৃশ্যে 'সেজো' শব্দটি গঠিত।

সোহাগ : সং সৌভাগ্য (সুভগা + ষ্যঞ্) > প্রা সোভগ্গ (ঔ > ও : যৌগিক স্বরের একক স্বরে পরিণতি ; আ > অ ; গ্য > গ্গ : সমীভবন) সোহগ্গ (ভ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি) অপ সোহগ্গ > বাং সোহাগ (গ্গ্ > গ্ : যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

স্তম্ভিত : সং স্তম্ভিত (স্তম্ভ + ণিচ্ + ক্ত) বাং স্তম্ভিত। মূল অর্থ 'স্তম্ভপ্রাপ্ত' > বাংলায় অর্থ 'বিস্মিত' (অর্থসংক্রম)।

হাত : সং হস্ত (হস্ + তন্) > হত্থ (স্ত্ > ত্থ্ : সমীভবন) > অপ হত্থ > প্রা-বাং হাথ (ত্থ্ > থ্ : যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের লোপ ; অ > আ : ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

হাল্কা : সং লঘুক (লঘ্ + কু + ক) > প্রা লহুক (ঘ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি) > হলুক্ক (বিপর্যাস) > বাং হাল্কা।

হাঁসপাতাল : ইংরেজী হস্‌পিটাল (hospital) > হাসপাতাল। 'হস্' (hos) বাংলা 'হাঁস' শব্দের সঙ্গে আংশিক ধ্বনিসাম্যের ফলে 'হাঁস' হয়েছে এবং 'পিটাল' (pital) বাংলা 'পাতাল' শব্দের সঙ্গে আংশিক ধ্বনিসাম্যের ফলে 'পাতাল' হয়েছে এবং তার ফলে হস্‌পিটাল শব্দটি বাংলায় হয়েছে 'হাঁসপাতাল'। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে লোকনিরুক্তি (Folk-etymology)। এটি বাংলায় ইংরেজী থেকে গৃহীত একটি কৃতঋণ শব্দ (Loanword)। এটি বাংলা শব্দের মতো ধ্বনিরূপ লাভ করেছে বলে একে স্বদেশীকৃত ঋণ (Naturalised/Adopted Loan) বলে।

হেঁট : সং অধস্তাৎ > প্রা অহেট্‌ঠা (ধ্ > হ্ : স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের হ-কারে পরিণতি ; স্ত্ > ট্ ঠ্ : মূর্ধন্যীভবন ও সমীভবন) >হেট্‌ঠা (আদিস্বর অ-এর লোপ) > অপ হেণ্ট (ণ-শ্রুতি) > প্রা-বাং হেণ্ট > আ-বাং হেঁট (ণ-এর লোপ এবং তার প্রভাবে হে > হেঁ : নাসিক্যীভবন)।